

আউযু বিল্লাহী মিনাশ শাইতানির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নবীদের ও মুসলিম জাতির
আদর্শ, পিতা ইব্রাহীম
হানীফ আঃ ও আখেরী নবী
মুহাম্মদ হানিফ সঃ গনের
খাঁটি অনুসারীদের মেরাজের
চিঠি

আখেরী নবী সঃ এর ইস্তিকালের পূর্বে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের
দুই কন্যা পুরান্দাখত ও আযরমিদাখত, দুই নারী পর পর ইরানের নেত্রী
হয়। তা শুনেই রাসুল সঃ বলেন, পারস্য সম্রাজ্য শেষ, যে জাতি নারী
নেতৃত্বের অনুসারী হয়, সে জাতির আর রক্ষা নেই। রাসুল সঃ এর মৃত্যুর
পর উমরের শাসনামলে পারস্য সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
খালেদা হাসিনা কি বাংলাদেশকে সেদিকে নিচ্ছে?

“রাহমাতুল্লিল আলামীন” বিশ্ব শান্তির ডাক
আল্লাহর রাষ্ট্রীয় বিধান ও শয়তানের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি
আল্লাহর বিধানে ইহকালে বিশ্বের নেতৃত্ব ও পরকালে জান্নাতের নিশ্চয়তা
শয়তানের পথে, ইহকালে অশান্তি ও অরাজকতা, পরকালে জাহান্না

আল্লাহর বিধান:

হযরত আদম আল্লাহর খলিফা। আদম পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর বিধান মতো চলে তার বন্দেগী করবে। আদমের সন্তানেরাও তাই করবে।

বাবা আদমের পাজর থেকে মা হাওয়ার সৃষ্টি। আদম স্বামী, হাওয়া স্ত্রী। স্বামী বীজ, সৃষ্টির উৎস Cosmic। স্ত্রী বীজ রোপনের ক্ষেত্রে স্ত্রী কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। শুধু বীজকে Fertile করে তার রূপান্তর ও পরিবর্ধন ঘটাতে সক্ষম। তাই নারী Cosmic সৃষ্টি চক্রে নরের ভূমিকা মুখ্য। Cosmetic নারীর ভূমিকা গৌণ। এটাই স্রষ্টা আল্লাহর বিধান। স্বীয় অবস্থানে নর ও নারী উভয়েই অনন্য।

আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সচেতন

নর নারী পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আশরাফুল মখলুকাত। আল্লাহর বিধান অমান্যকারী নারী পুরুষ পৃথিবীতে নিকৃষ্টজীব। পরস্পরের কাম সহচরী। ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী।

পথ হারানো মানুষকে পৃথিবীতে পুনঃ পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আল্লাহ আদম সন্তানদের মধ্য থেকে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠান। হযরত ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ তাঁদের দু’দিকপাল। ইব্রাহিম থেকেই হযরত মূসা ও ঈসা, এবং সর্বশেষ মুহাম্মদ (সঃ)। এরা সবাই সত্যকারী রাসূল।

ইব্রাহিমকে তার নিষ্ঠা, আত্মবিসর্জন ও একাগ্র সাধনার জন্য আল্লাহ “হানীফ” আখ্যা দিয়েছেন। ইব্রাহীমের অনুসরণে যারা সালাতের মাধ্যমে আল্লার সামনে দাঁড়ায়, তাদের, বলতে হয় “আমি ইব্রাহিমের মতো হানীফ হয়ে দাড়ালাম”। (হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন) “ওয়ামা মিনাল মুশরিকীন” অর্থাৎ “আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই”, এ শপথ বাক্য ঘোষণা করেই সালাতে দাড়াতে হয়। নতুবা সালাত বা নামাজ হয় না। পশুশ্রম।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) ইব্রাহিম আঃ এর হজ্জ, সালাত ও ইমামত, বা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি ইব্রাহীম হানীফের মতো “মুহাম্মদ হানীফ”। এঁদের ঘরে মা হাজেরা, সারা ও খাদিজারা স্ত্রী, সহধর্মিণী। নারীকুলের আদর্শ। ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃ এর অনুসারীদের ঘরে একমাত্র ঐ আদর্শেও নারীরা স্ত্রী, সহধর্মিণী। এর বহির্ভূতরা কামসহচারী, শয্যাশায়িনী স্ত্রী নয়। এদের ইউরোপ-আমেরিকানরা bitch বলে।

এরা পরস্পর কামদেব ও কামদেবীর পূজারী ও পূজারিণী। এরা মুসলীম নয়, মুশরিক। এরা ঈমানদার নর নারীর জন্য অবৈধ, হারাম। (আল্ ক্বোরআন)

ইব্রাহীম হানীফ ও মুহাম্মদ হানিফের আনুগত্য ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ইবলিস্ শয়তান নর-নারীকে ক্রোধ, লোভ ও ধন লিপ্সা বানিয়ে ফেলে। তখন মানুষ নর- নারী, কুকুর-শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট ইতর প্রাণী হয়। যেমন, বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকানরা। কুকুর-শুকরেরা কী নরে-নরে, বা মাদি-মাদিতে যৌনাচার করে? ইউরোপ আমেরিকায় তো বর্তমানে পুরুষে পুরুষে ও নারী-নারীতে সমকামীতার ইতর বৃত্তির রাষ্ট্রীয় আইনের ছত্র ছায়ায় মহামারীর ন্যায় ছড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে “বনী আদমের খেলাফতের জাতিশত্রু” ইবলিস্ রাজনৈতিক ময়দানে খালেদা ও হাসিনাকে দিয়ে জাতিকে যৌন বিকার-কামদেবীর “রাধা চক্রের” নিক্ষেপ করেছে। এর ফলে বাঙ্গালী জাতি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নময় ধ্বংসের মুখোমুখি। তড়িৎ তৌবা করে জাতির “কেবলা” না পাল্টালে দেশ ও জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আখেরী নবী সঃ বলেছেন “তোমরা যখন কোরআন ও আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে, তখন ধন (দিনার) হবে তোমাদের ধর্ম এবং নারী হবে তোমাদের “কেবলা”। “দ্বীনুহুম্ দানানীরুহুম্ ওয়া ক্বিবলাতুহুম্ নিসা-উহুম্।

নব্য মোহাম্মদ হানিফরাও কী ধন লিপ্সা ও নারী নেতৃত্বের চক্রে রাসূল সঃ এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবরূপ নয়?

ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ সঃ দেব খেলাফত ত্যাগ করায় শয়তান মুহাম্মদ হানিফদের দ্বারা খালেদা হাসিনাদের দেবী মূর্তি রূপে দাঁড় করিয়েছে, তারপর দেবীরা পূজারীদের বলে প্রতিমা কর নগর পালকেই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করছে। দেবীর উপেক্ষায় বিষন্ন হয়ে পদত্যাগ করে রক্ষা পাওয়া যাবেনা। এরা প্রতিহিংসা পরায়ন ও কোপন স্বভাবা কালীও। খোদা শয়তান “অসুর” হয়ে দেবীদের দোসর হয়।

শয়তানের বাহন দেব দেবীদের মূর্তি ও প্রতিমা তৈরী করে মানবকুল কুলাঙ্গার নমরুদ ও ফারাউরা মানবজাতিকে মানবদানবদের ভোগবাদের যোগানদাতা “দাসানুদাস” বানায়। দাসচক্রে নিপতিত মানবজাতিকে উদ্ধার ও মুক্তির সন্ধান দিতে আল্লাহ ইব্রাহীম হানিফ ও মুহাম্মদ হানিফদের পাঠিয়েছিলেন।

ইব্রাহীম, নমরুদী শাসনের ভিত্তি দেব-দেবীদের মূর্তি গুড়িয়ে দিয়ে মানবজাতির মুক্তির সূচনা করেন। দেবদেবীর পূজারীদের রোষানলে ইব্রাহীম অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও পোড়েননি। ইব্রাহীম-ইব্রাহীম থেকে “ইব্রাহীম হানিফ” হয়ে সকল নবীদের আদি পিতা হলেন, ও পাপাচারের মহানগরী বেবিলোনিয়া ও তার অসভ্য সভ্যতাকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার জন্য ক্লেয়ামতে পর্যন্ত মানবমুক্তির তীর্থ মক্কা ও জেরুজালেম নগরীর পত্তন করেন।

আজ নমরুদ নেই, তার ব্যবিলোনও নেই। কুখ্যাত কুলাঙ্গারদের নামে কোন মানব সন্তানের নামকরণও হয় না। স্বশরীরে ইব্রাহীমও নেই। কিন্তু আল্লাহ তাকে ইব্রাহীম খলিল, ইব্রাহীম হানিফ নামে ভূষিত করে “মানবজাতির সর্বকালের আদর্শ ইমাম” বানিয়েছেন। আমরা প্রত্যহ নামাজে তার প্রতি দরুদ পড়ি।

বিশ্বের বর্তমানে তিনটি ঐশী ধর্ম ইহুদি, খৃষ্টান ও ইসলামের দাবীদার তিনশ’কোটি মানুষ ইব্রাহিমকে তাদের প্রার্থনা, উপাসনা ও সালাতে স্মরণ করে। নমরুদ ও ফারাউদের কী কেউ কোথাও স্মরণ করে? তারাতো গালি।

ইব্রাহীম হানিফের তৌহীদের ইমামতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত করে শয়তান বিশ্বে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সবশেষে “শিব-শয়তানের লিঙ্গ, আব্রাহাম লিঙ্কনের দ্বারা গণতন্ত্রের মূর্তি দাঁড় করিয়েছে। শিব যেমন প্রধানতঃ ধ্বংসের দেবতা তদরূপ, গণতন্ত্র বিশ্বের সকল ঐশী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মূলোৎপাটক। শ্রষ্টার অমোঘ ঐশী বিধান “সার্বভৌমত্ব একমাত্র শ্রষ্টার। সৃষ্টি শুধুমাত্র শ্রষ্টার আজ্ঞাবহ দাস। সৃষ্টি যার বিধান তার “আলা-লাহুল্ খালকু ওয়ালা আমর”।

তাই আজ বিশ্বে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত প্রায়, সমাজতন্ত্র শেষ এবং গণতন্ত্র নামের ভেলকিবাজী তার নিজ আতুড় ঘরেই মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ওয়েস্ট মিনিষ্টার গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের বৃটিশ রাজ পরিবার গনিকালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও সদস্যরা তাদের পশুর চেয়েও যৌন ইতর জাতির “জাদুঘরে” পরিনত হতে যাচ্ছে। সমকামী নারী পুরুষের নরক আজ ইউরোপ। আমেরিকার খোদ প্রেসিডেন্টের পিতৃ পরিচয় মিথ্যা তাদের আইনে ব্যাভিচারিনী মায়ের দণ্ডক ব্যক্তির নামে বিল্ ক্লিনটন নামে পরিচিত। আনবিক মারনাঙ্গে “শিবলিঙ্গ ও শিবশক্তি” বলে আজ আমেরিকা মানুষকে রাজনৈতিক ভাবে দাবিয়ে রাখছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি, মানবাধিকার, ফ্রী সেক্স, সেক্স ইন্ড্রাষ্টি, লিভটুগেদার প্রভৃতির ইতরামি ও ইতরবৃত্তি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার রঙ্গীন পর্দায় প্রচার করে পাশ্চাত্যের পশুরা তাদের শেষ প্রহর গুনছে। অচিরেই ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। ওদের “আনবিক শক্তির বিরুদ্ধে “তৌহিদের” মানবিক শক্তি নিয়ে দাঁড়ালে ওরা, লবন যেমন পানিতে মিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যাবে।

শয়তানের কল্পিত ও পরিকল্পিত “গণতন্ত্র” নামের প্রতারণায় মাথা ওজনের পরিবর্তে মাথা গণনা করা হয়। আল্লাহ আল্ কোরআনে মানব জাতিকে জিজ্ঞাসা করেন, “জ্ঞানী ও মূর্খ, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, চাকর ও মনিব, দৃষ্টিমান ও অন্ধরা কী সমান? শয়তানী গণতন্ত্রে এরা সব সমান। সবারই একটি করে ভোট। অপর দিকে সব মানুষের মন মানসিকতা তো সব সময় একরূপ থাকেনা। কখনো মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ, কখনো অসুস্থ। তাছাড়া মানুষ মরনশীল। এখন আছেতো, তখন নেই।

একমাত্র আল্লাহই অমর ও সর্ববিদ্যমান। নিদ্রা ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। সব কিছুরই শ্রষ্টা, নিয়ন্তা ও একচ্ছত্র মালিক তিনি। আয়াতুল কুসীতে তিনি তারই বর্ণনা দিয়েছেন। মুসলমান নামধারী জনগোষ্ঠি প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে তা আয়নায বাধাই করে ঝুলিয়ে রাখছে। অথচ কেউ বুঝছেনা, তার যথার্থ অর্থ জানছেনা, জানলেও মানছেনা।

পৃথিবী তার পরিণামের দিকে দ্রুত গুটিয়ে আসছে। শেষ নবী মুহাম্মদ হানিফের সত্যিকারের অনুসারীদের নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে ইব্রাহিম হানিফের ইমামত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ও ওয়াদা।

বর্তমানের অভিশপ্ত ইহুদীবাদ, পথভ্রষ্ট খৃষ্টবাদ ও আত্মপ্রবঞ্চক নাম সর্বস্ব মুসলমানদের দিন ফুরিয়ে আসছে। এ তিন প্রতারক পাপীষ্ঠ চক্রকে আল্লাহ তাঁর মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যে বর্ণবাদী ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে একিভূত করেছেন। ওখানে বিবাদমান ইহুদি, খৃষ্টান ও আরব, এরা কেউ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সং দের অনুসারি নয়। এরা তিনটি সম্প্রদায়ই সমান পথভ্রষ্ট, imposter, প্রতারক। মূলতঃ বর্তমানে বিশ্বময় প্রচলিত ইহুদিবাদ, খৃষ্টবাদ, সুন্নিবাদ ও শিয়াবাদ আদৌ কোন ধর্ম নয়। তিনটিই সাম্প্রদায়িকতা, যাকে আরবিতে “মাযহাব” বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্টির জন্য বিশ্বময় একমাত্র ধর্ম, জীবন বিধান, ইসলাম। “ইন্না দ্বীনা ইন্দাল্লাহি আল ইসলাম,” আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম ইসলাম। “ওয়ামাই ইয়াবতাগী গাইরাল ইসলামি দ্বীনান, ফালাই ইউকবালা মিনহু” যে বা যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবে, তা কখখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। এ দুটি ঘোষণাই আল্লাহ দিয়েছেন আল “কোরআনের” ইমরানের পরিবার” নামের সূরায়। আয়াত নং যথাক্রমে ১৯ ও ৮৫।

“ইমরান” হযরত মুসা আঃ এর পিতা এবং হযরত ঈসার নানা ও বিবি মারইয়ামের পিতার নাম। বাবা আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ, অর্থাৎ সকল নবী সং রা একমাত্র ইসলামের অনুসারী ছিলেন। কারন, আল্লাহ একমাত্র দ্বীন “ইসলাম”। অতএব ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সং রা সবাই মুসলিম ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম হানিফ এদের পুরোধা। একমাত্র তাঁকেই ইসলামের নবী ও মুসলিম জাতির পিতা বলে স্বয়ং আল্লাহ আল কোরআনে নামকরণ করেছেন। তিনি বাদে সকল “জাতির পিতা” অসত্য ও অশুদ্ধ, ভুল ও মিথ্যা। আমাদের একমাত্র জাতির পিতা ইব্রাহীম হানিফের নাতি হযরত ইয়াকুবের অপর্ণনাম ছিল ঈসরাঈল। তা থেকেই বনি ইসরাঈল বা ইসরাঈলী সম্প্রদায়। একাগ্রচিত্ত ইব্রাহীম ও ইয়াকুব হানিফদের মৃত্যুও পর শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের কুলাঙ্গার বংশধর ইসরাঈলীয়রা হযরত ইব্রাহীমের প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ত্যাগ করে দু’টি মাযহাবের উৎপত্তি করে তার অনুসারী হয়ে যায়। এ “মাযহাব” দুটিই হলো ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ। “ইব্রাহীম আঃ ইহুদী ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না, শুধুমাত্র হানিফ মুসলিম ছিলেন। (সূরা ইমরান পরিবার, আয়াত ৬৮) আল কোরআনে হযরত ইব্রাহীমকে আল্লাহ সাতবার “হানিফ” বলে উল্লেখ করেছেন

ইসলামকে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের “মাযহাবের” বিভক্ত করার অপরাধে আল্লাহ ইসরাঈলী সম্প্রদায়কে তার দু’নবী হযরত দাউদ ও ঈসা আঃ কে দিয়ে, তাঁদেও ভাষায় জনসমক্ষে লা’নত বা অভিসম্পাত করিয়েছেন। (সূরায়ে মাঈদা - ৭৮) ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয় কে ইসলাম ত্যাগ করার অপরাধে আল্লাহ তাঁর দ্বীনের দায়িত্ব থেকে চিরতরে বহিস্কার করেন। তারপর ইব্রাহীম হানিফের প্রথম পুত্র ইসমাইলের বংশোদ্ভূত আরবদের মধ্যে থেকে শৈশবে পিতামাতা হারা মরু রাখাল মুহাম্মদ সংকে শেষ নবী রূপে পাঠিয়ে ইহুদীদের কর্তৃক বিভক্ত ইব্রাহীমের দ্বীনকে পুনঃ একত্র করে তাকে চূড়ান্ত রূপে নির্বাচন করে “সীলমোহর” করেছেন। তাই আল্লাহর তাঁর নবীকে “খাতামুন নবীঈন” বা সীল মোহর মারা নবী বলে নামকরণ করেন।

শেষ নবী সাঃ বিদায়ের পূর্বে “নওমুসলিম” আরবদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করে যান এ বলে যে, “আমার ভয় হয় যে, তোমরা আমার মৃত্যুর পর ইহুদী খৃষ্টানদের মতো আল্লাহর দ্বীনকে বিভক্ত করে তোমরাও বিভক্ত হয়ে যাবে। তা হলে কিন্তু তোমাদেরকে (আরবদের) ইহুদী খৃষ্টানদের মতো বাদ দিয়ে আল্লাহ অন্য জনগোষ্ঠীকে তাঁর দ্বীনের নেতৃত্ব দান করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবেন। (সূরায়ে মুহাম্মদ, আয়াত-৩৮)। আখেরী নবী সং বিদায়ের পর আবুবকর ও উমরের পর ক্রমে সম্পূর্ণ জাহিলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করে উমাইয়া ও আব্বাসীরা রোমান ও পারসিকদের অনুকরণে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করে। তারা প্রথমে শেষ নবী সং এর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে ইহুদী খৃষ্টবাদের মতো সুন্নি ও শিয়া মতবাদ বা মাযহাবে বিভক্ত করে। তারপর ঠিক ইহুদী খৃষ্টানদের মতো অর্থডক্স, সাবাতিষ্ট, ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, মেথডিস্ট ও এডভ্যানটিষ্ট প্রভৃতির অনুকরণে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের সৃষ্টি করে ইহুদী খৃষ্টানদের মতো শতধা বিভক্ত হয়ে বর্তমানে মধ্য প্রাচ্যে ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে সমানে সমান অভিশপ্ত হয়ে

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মহা বিচার “আর্মাগেডডানের”(Armagaddon) দিন গুনছে, যা বাইবেল, তৌরাত ও শেষ নবী সঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান ইসরাঈলে ঘটবে।

আল্লাহ্‌তে যেমন বিভক্তি নেই, তদ্রূপ তাঁর একমাত্র দীন ইসলামেও কোন বিভক্তি নেই। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই” বলে, মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করে সকল নবীদের সমানভাবে গ্রহণ, ও সকল ঐশী গ্রন্থের সার সংকলন, হিসাবে আল্‌ ক্বোরআন মেনে চললেই মানুষ মুসলিম হয়।

আল্‌ ক্বোরআনে বর্ণিত বিধানের বাইরে কোন হাদীস, ফিকহ্‌ও মাযহাব্‌ বা কোন ধর্ম বিধান নেই। আল্লাহ্‌ তা’আলা একমাত্র ক্বোরআনকেই ক্বোরআনে অনুন্য বিশ্‌ জায়গায় “হাদীস্‌” বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌র কালামের বাইরে নবী রাসূলসহ সকল মানুষের কথাকে আল্লাহ্‌ “ক্বাউল্‌” বা “আক্বাওয়ীল্‌,” অর্থাৎ বাক্য ও বাচ্য বলে নামকরণ করেছেন। নবীরা আল্লাহ্‌র সাথে যে কথোপকথন করেছেন, তাকেও মাত্র দু’এক জায়গায় “হাদীস্‌” বলে ক্বোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নবী রাসূল সঃ গন ধর্ম সংক্রান্ত মানুষের সাথে যতো আলাপ আলোচনা করেছেন, তাকে কখনো হাদীস বলে ক্বোরআনে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। রাসূল সঃও স্বয়ং কখনো তাঁর আপন বাণী ও ভাষণকে “হাদীস্‌” বলেননি। “মাক্বুলা” বলেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায়, “কথা,” বা “কথন”।

“আল্‌ ক্বোরআন” আল্লাহ্‌র সে বাণী, যার ভাষা, বাচন ভঙ্গি, বাক্য গঠন প্রণালী ও বাক্‌ধারা এমন অনন্য যে তার সাথে রাসূল সঃ এর বাণী ও ভাষা, সাহাবীদের বাক্‌ধারা ও কোন আরবী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ভাষা ও রচনার কোন মিল ও সাদৃশ্য নেই। অথচ সবই আরবী ভাষা ! তাই আল্‌ ক্বোরআনে বারবার চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও আরবরা সবাই মিলে ক্বোরআনের সদৃশ রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এবং ক্বোরআন পরিত্যক্ত মানুষ তা পারবে না। (বনী ইসরাঈল-৮৮)

আল্‌ ক্বোরআনে আল্লাহ্‌ যা বলেছেন, যা “অহীর” মাধ্যমে জীবরাঈল কর্তৃক রাসূল সঃ এর উপর আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন। তার বাইরে একটি বাক্যাংশও বলার সাধ্য ও অধিকার স্বয়ং রাসূলে করীম সঃ এরও ছিলনা। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন, “রাসূল যদি একটি বাক্যাংশও আমার নামে বানিয়ে নিজে বলতো, তাহলে আমি ডান হাতে তার ঘাড় ধরে মটকিয়ে তার ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম, তোমরা কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না”। (সূরা আল হাক্বাহ : ৪৪-৪৭)

আখেরী নবী সাঃ তাঁর বিদায়ের পূর্বে তাঁর “নও মুসলিম” আরবদের নির্বিশেষে বারবার তাকিদ করে বলে গিয়েছেন, “তোমরা কখনও আমার ব্যাপারে ক্বোরআন ছাড়া অন্য কিছু বলবেও না লিখবেও না। কেউ যদি কিছু লিখে থাক, তা অবশ্যই মুছে ফেলবে”। (মুসলিম, বর্ণনা, আবু হুরাইরা)

কিন্তু হায়, “স্বভাব যায়না মাইলে”। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রুঢ় মরুচারী আরব বেদুঈনজাত ও তাদের শহরবাসী আরবরা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তাই করল, যা তিনি নিষেধ করেছিলেন।

তাই আল্লাহ্‌ স্বয়ং আল্‌ ক্বোরআনে আরবজাতির বংশ-স্বভাব পরিচিতি দিচ্ছেন এ বলে যে “বেদুঈন আরবজাত কুফরী ও কপটতায় জঘন্য,এরা আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর নাযিলকৃত দীক্ষা গ্রহণ ও তার শিক্ষা সীমা রক্ষার অযোগ্য, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞানী গুণী”। (সূরা তৌবা-আয়াত-৯৮) স্বয়ং আল্লাহ্‌র ক্বোরআনে চিত্রিত চরিত্রের আরবজাতি রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ একনিষ্ঠ সহচরদের একেরপর এক হত্য করে নির্মূল করে দেয়। দশ হাজার মদীনা বাসীকে হত্য করে, প্রায় ৪০ জন বদরী সাহাবাকে ক্বতল করে, রাসূল সঃ এর মদীনায় এক সপ্তাহ কাল লুটতরাজ ও নির্বিচার ধ্বংস করে একহাজারের অধিক কুমারীদের গর্ভবতী করে, মদীনায় রাসূল সঃ এর রওজা ও মস্‌জিদকে ঘোড়ার আস্তাবল বানায়, এবং কাবা ঘরে অগ্নী সংযোগ করে।

এভাবে ইসলামী ইমামত ও খেলাফতকে নির্মূল করে আরবরা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তার উপর খেলাফতের আল্‌খেল্লা জড়ায়। ইতিহাসের এ জঘন্যতম পাপকে ঢাকার জন্য পাপীষ্ঠরা আল্লাহ্‌র শেষ নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী ও উক্তি তৈরী করে তাকে “হাদীস্‌” নামকরণ করে প্রচারাভিযান চালায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ-

১। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিশেষ বংশে, গোত্রে ও বর্ণে কুক্ষিগত করার জন্য হাদীস বানালো, “রাসূলের পর ইমাম ও নেতা হবে শুধু ক্বোরাইশ বংশ থেকে। আল্‌ আ-ইম্মাতু মিন্‌ ক্বোরাইশ্‌।

২। “আমার পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত খেলাফত চলবে, তার পর, তা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে”।

৩। শুধুমাত্র ক্বোরাইশ বংশ থেকে বেছে দশ জনকে তাদের জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ বানায়।

মদীনার আনসাররা, যারা মক্কার ক্বোরাইশ কর্তৃক, রাসূল বিতাড়িত হলে সারা আরব বিশ্বের শত্রুতার ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে জানমাল উৎসর্গ করে গ্রহণ করে, তারা কেউ তাতে স্থান পায়নি। মক্কার নির্যাতিত কৃতদাস বেলাল, আম্মার, সুহাইব, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসুদ গংরাও কেউ তাতে স্থান পায়নি। অথচ, আল্লাহ ক্বোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন “আমি পৃথিবীর নির্যাতিতদের উপর বিশেষ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি তাদের সমাজের নেতা ও উত্তরাধিকারী বানাবো, এবং সমাজের ফেরাউনী শক্তি, তার পারিষদ ও সেনা সামন্তদের নির্মূল করে তাদের স্থলে নিপীড়িতদের পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবো, এবং সৈরাচারীদের আমার সতর্কবাণী অমান্য করার পরিণাম দেখাবো। (সূরায়ে ক্বাসাস আয়াত-৫-৬)

আল্লাহ তাঁর শেষ নবী সঃ এর দ্বারা তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণের নমুনা দেখিয়েছেন। মক্কার সামন্ত সৈরাচারী ক্বোরাইশী ধর্মবেসাতীদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত নবী মুহাম্মদ হানিফ সঃ তাঁর নির্যাতিত কৃতদাস বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইব্ন মাসুদ ও অজগ্রাম, মদীনাবাসী বিশ্বাসী সঙ্গিদের হাতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে উৎখাত ও পরাজিত করে।

নবী সঃ এর মৃত্যুর পর আল্লাহর পরীক্ষায় আবু বকর, ওমর ও আলী রাঃ দের মতো কতিপয় হানিফ বাদে বাকীরা অধিকাংশ পুনঃ গোত্রপূজারী উমাইয়া মুশরিকদের চক্রান্তে নবী সঃ এর আদর্শ তৌহিদ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে অন্ধকার যুগের প্রাক্তন খুনাখুনির রাজনীতি পুনঃ আরম্ভ করে দেয়। পূর্বেও খুনাখুনি ছিল কাফের ও মুশরিক রূপে, পরের খুনাখুনি চলতে থাকে ধর্মের ছদ্মাবরণে।

চার খলিফার মধ্যে তিনজনকেই হত্যা করার পর উমাইয়ারা ইসলামী খেলাফত ছিন্তাই করে নিয়ে যায়। তার পর উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য পথের সম্ভাব্য বাধা দূর করার জন্য ইসলামের তিন আদর্শ খলিফা, আবু বকর, ওমর ও আলী রাঃদের যোগ্য সন্তানদেরও উমাইয়া ঘাতকরা নৃশংসভাবে হত্যা করে নির্মূল করে।

নবী সঃ এর কলিজার টুকরা হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে। হুসাইনকে সপরিবারে কারবালায় নির্মূল করে ইয়াযিদ ভরা দরবারে ঘোষণা করে, “নবীর নিকট থেকে বদরের প্রতিশোধ নিলাম”। কারণ, বদরের যুদ্ধে ইয়াযিদের পিতা মোয়াবিয়ার নানা, মামা, ভাই ও চাচা নিহত হয়। ইয়াযিদের দাদী হিন্দা উছদের যুদ্ধে হযরত হাম্‌যা নিহত হলে তাঁর বুক চিরে কলিজা চিবিয়ে খায়। হযরত আবু বকরের ছেলে মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মোয়াবিয়ার স্থলে হযরত আলীকে সমর্থন করায় মোয়াবিয়া তাকে জীবন্ত অবস্থায় হাত পা বেঁধে একটি মৃত গাধার পেট ফেড়ে তাতে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। হযরত ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমরকে ঘাতক দিয়ে নামাজে সিজদারত অবস্থায় বঁশা দিয়ে আহত করে পচিয়ে পচিয়ে হত্যা করেছে।

রাসূল সঃ দু’ঘনিষ্ঠ সাহাবী, তাঁর আপন ভায়রা, হযরত আবু বকরের জামাতা, হযরত তালহা ও যুবাইরকে মোয়াবিয়া চত্রের শিকস্তী মারওয়ান ঘাতক দিয়ে হত্যা করেছে। এ মারওয়ানই মোয়াবিয়ার পৌত্র, ইয়াযিদের ছেলে, দ্বিতীয় মোয়াবিয়া, তার বাপ-দাদার পাপের প্রতিবাদে খলিফা হতে অস্বীকৃতি জানালে হতভাগা মুসলমানদের খলিফা হয় তার ছেলে আব্দুল মালিক, মারওয়ানের পর রাজা হয়ে রাসূল সঃ এর মদিনায় হিজরতের পর মোহাযেরদের সর্বপ্রথম সন্তান, রাসূল সঃ এর শালীর ছেলে, হযরত আবু বকরের দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ক্বাবা ঘরে হত্যা করে তার লাশ দু’দিন পর্যন্ত কাবার চত্বরে ঝুলিয়ে রাখে।

বস্তুত উমাইয়া ঘাতকদের হাত থেকে হযরত ওসমানের সন্তানরা ব্যতীত রাসূল সঃ এর কোন একনিষ্ঠ সাহাবী ও হানিফ অনুসারী রক্ষা পায়নি। ওসামা যেহেতু উমাইয়া বংশের ছিলেন তার সরলতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উমাইয়া ঘাতকরা ইসলামী খেলাফতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে ষড়যন্ত্রে দ্বারা ওসমানকে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা ছিন্তাই করে। বনু উমাইয়ার শয়তানরা খুব ভালো করে জানতো যে, হযরত ওসমানের হাত থেকে শান্তিপূর্ণভাবে খেলাফত হযরত আলীর হাতে হস্তান্তরীত হলে মুসলিম উম্মার খেলাফত পুনঃ সম্পূর্ণ রূপে আখেরী নবী সঃ এর আদর্শের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তারপর আর আরব বর্বরতা ও জাহিলিয়াত কখনো মুসলিম সমাজে মাথা উঠাতে পারবেনা। চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তাই আরব জাহিলিয়াতের ধারক বাহকরা, সরল হযরত ওসমানকে তাদের ষড়যন্ত্রের “বলির পাঠা” বানিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং খেলাফতকে রাসূল সঃ এর মদীনা থেকে দামেশকে স্থানান্তরিত করে রোমান রাজতন্ত্রের অনুকরণে আরবী রাজতন্ত্রের পত্তন করে। মোয়াবিয়া ক্ষমতায় বসে ঘোষণা করে, আমি আরবী সিজার “আনা ক্বাইসারাল আরব”

অথচ আল্লাহর রাসূল সঃ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে গিয়েছেন যে “ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর রোমান “সিজার” ও পারস্যের “খসরুর” পতন হবে। তারপর আর পৃথিবীতে সিজার ও খসরুর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। উমাইয়া রাজতন্ত্র ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মোয়াবিয়া শুধু নিজেই আরবী সিজার হয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তার ছেলে ইয়াযিদকে “রাজার ছেলে রাজা” বানিয়ে যায়।

ইসলামের পরে এ কুফরীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথে যে সমস্ত হানিফ সাহাবীরা বাধা দিয়েছে, তাতেও কারো জানমাল ও মান ইজ্জত উমাইয়া দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

ইসলাম ও মানব ইতিহাসের এ চরম ও বর্বরতম ক্রিয়াকলাপকে মিথ্যা ধর্মের আলখেল্লা পরানোর জন্য উমাইয়া রাজারা তাদের পয়সায় কেনা ধর্মব্যবসায়ী এক শ্রেণী ভাড়াটিয়াদের দ্বারা রাসূল সঃ এর নামের অসংখ্য মিথ্যা হাদীস “মেন্যুফেকচার” ও প্রচার করে তাদের হিংস্র পাশব আকৃতি ও চেহারা ঢাকার প্রয়াস নেয়। এ মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের জাল তৈরি করে তারা মূলতঃ বর্তমান বাংলাদেশ মুজিব হত্যা ও জেল হত্যার বিরুদ্ধে যে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ দাওঁ করা হয়েছে, তারই শয়তানী কালো আইনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছিল।

আল্লাহর কাছে কোন পাপের পক্ষে ইনডেমনিটি বা অব্যাহতির কোন বিধান নেই, পাপী ও অপরাধীদের তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই।

আল্লাহর বিধান অমোঘ। যেখানে যেমন অন্ধকার, সেখান থেকে তিনি ততো উজ্জল আলোর উদ্ভব করেন। নমরুদের রাজ পরিবারে পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা নির্মূলের জন্য ইব্রাহীম হানীফের উত্থান ঘটান, ফেরাউনের স্বৈরাচারকে নীল নদে ডুবানোর জন্য ফেরাউনের ঘরেই মুসা হানীফের লালন পালন করেন এবং পৃথিবীর জঘন্য রক্ত পিপাসু ও কলহ প্রিয় ইতর আরব জাতিকে জাহিলিয়াতের অমানিশা থেকে মুক্তির জন্য উজ্জলতম আলোর সূর্য মুহাম্মদ হানিফ সঃ এর অভ্যুদয় ঘটান আরব মরুতেই। সৃষ্টির রহমত রাহমাতুল্লিল্ আলামীন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সঃ এর আচরিত ও প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর একমাত্র দ্বীন “ইসলামের” শান্তি ও কল্যাণকে বিনষ্টকারী পাপীষ্ট মোয়াবিয়া ও মারওয়ানের ঔরশেই আল্লাহ তাদের পাপাত্মার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী জ্যোতিষ্কের জন্ম দেন।

মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ ও ইয়াযিদের পুত্র দ্বিতীয় মোয়াবিয়া। ইয়াযিদ বানর নিয়ে থাকতো, বানরকে হীরা মুক্তার হার পরিয়ে বিবাহোৎসব করতো। বানর নিয়ে খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তার অপমৃত্যু হয়। তারপর তার ছেলে দ্বিতীয় মোয়াবিয়াকে সিংহাসনে অভিসিক্ত করার রাজকীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। মোয়াবিয়া পৌত্র দ্বিতীয় মোয়াবিয়া আঠারো বছর বয়সের যুবক, গোবরে পদ্ম ফুল। এ বয়সেই নবীআদর্শ ও নবী সঃ এর সুনতের হিমালয় পাহাড়। তাকে সিংহাসনে বসাতে রাজ দরবারে নেয়ার পরই সে ভরা দরবারে দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করলো “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, আমার পিতামহ মোয়াবিয়া ও আমার পিতা ইয়াযিদ ইসলাম, ইসলামের নবী, নবীর বংশ, নবীর অনসারীদের সাথে যে আচরণ করেছে এবং পবিত্র মক্কা ও মদীনায় যে পৈশাচিক বর্বরতা করেছে, তার পর আর উমাইয়া বংশের লোকদের সকলের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য ক্লেয়ামত পর্যন্ত কোন বাড়তি পাপের প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে উমাইয়া বংশের পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম এবং সিংহাসনারোহণ প্রত্যাখ্যান করলাম”। এর পর মারওয়ান রাজা হয়। ঐ সোভাগ্যবান যুবক দ্বিতীয় মোয়াবিয়া তার বাপ দাদার পাপের অনুশোচনায় এতোই কাতর হয়ে পড়েছিল যে, তার পর সে আর বেশী দিন বাঁচে নি। কিছুদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করে তার প্রিয় নবী সঃ এর রুহের সাথে মিলিত হয়। ঈমান হানিফ হলে ইয়াযিদ পুত্রও এরূপ হয়।

তার পর ঘটে আর এক মো’জেযা বা অলৌকিক ঘটনা। পাপীষ্ট মারওয়ান উমাইয়া বংশের তৃতীয় রাজা হয়। তার ও তার ছেলেদের রাজত্বের আমলে পবিত্র ইসলামের নামে বিজীতরাজ্য সমূহের লুণ্ঠিত ধনে ও ভোগে দামেক্ষ পাপচারের নরক পুরীর রূপ নেয়।

ঠিক এসময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাপীঠ মারওয়ানের পুত্র আব্দুল আজীজের ঔরশে আর এক হানিফ বান্দা পয়দা করেন। তার নাম ওমর ইব্ন আব্দুল আজীজ। যাকে ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। আল্লাহর এ হানিফ বান্দার খলিফা হওয়ার পূর্বে উমাইয়া রাজ পরিবারের ভোগ বিলাসে রাষ্ট্রীয় ভান্ডার শূন্য হয়ে যায়। জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় লুটপাটে চরম দারিদ্রে নিষ্কিণ্ড হয়ে আখেরী নবী সঃ আবু বকর ও ওমরের শাসনামলের রহমতের দিন গুলো স্মরণ করে আল্লাহর কাছে কাতর ফরিয়াদ জানায়।

বান্দারা কায়মনে তৌবা করলে আল্লাহ তা শোনে। মারওয়ান পুত্র সুলাইমান পাপ ও হত্যাযজ্ঞের রাজত্ব করে মৃত্যু শয্যাশয়ী হয়। তার ছেলেরা এত ছোট ছিল যে কেউ সিংহাসনে বসার যোগ্য ছিলনা। তাই সে তার বংশের একমাত্র হানিফ ঈমানদার, তার ভ্রাতুষ্পুত্র ওমর ইব্ন আব্দুল আজীজকে না জানিয়ে একটি বদ্ধ খামে তাকে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ফরমান লিখে তার প্রধান কোতওয়ালের হাতে দিয়ে নির্দেশ করে “আমার মৃত্যুর পর লাশ দাফনের পূর্বে মসজিদে সকল পারিষদ ও জনগণকে একত্র করে এ খাম খুলে পড়ে শোনাবে”।

যথা আদেশ সুলাইমানের মৃত্যুর পর দামেশকের প্রধান মসজিদে জন সমক্ষে শাহী ফরমানের খাম খুলে দেখা যায় যে উমাইয়া বংশের হানিফ ঈমানদার দ্বিতীয় ওমরকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। ওমরও মসজিদে উপস্থিত ছিল।

ওমর শাহী ফরমান শুনেই উচ্চস্বরে বলে উঠল “উমাইয়া বংশের পাপের পাহাড়ের বোঝা আমার কাঁধে নেবনা। মোয়াবিয়া নবী সঃ এর যোগ্য অনুসারীদের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনতাই করে যে রাজতন্ত্রের প্রচলন করেছে, আমি কথখনো তাতে অংশিদার হবোনা। বনু উমাইয়া হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে পবিত্র মক্কার গর্ভনর বানিয়ে যে মহাপাপ করেছে, তাতে গোটা উমাইয়া বংশের সবাইকে দোজখে যাওয়ার জন্য অর কোন অতিরিক্ত পাপের প্রয়োজন নেই, তোমরা যাকে খুশী তোমাদের খলিফা রাজা, বানিয়ে নাও। আমি এ দায়িত্ব নেবনা”।

প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় ওমরের চাচা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তার শাসনআমলে খুন পিপাসু এক নরপিশাচ হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে মক্কার গভর্ণর নিয়োগ করে। সে নর পিশাচ পবিত্র কাবা ঘরে ইমাম হোসাইন সাদৃশ্য রাসুল সঃ এর প্রিয় পাত্র, হযরত আবু বকরের দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে হত্যা করে তার লাশ কয়েক দিন যাবৎ কাবা চত্বরে ঝুলিয়ে রাখে। কারণ ইয়াযিদের মৃত্যুর পর মক্কা ও মদীনার নবী সঃ এর অনুসারী হানিফ ঈমানদাররা তাকে মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত করে তার হাতে বায়আত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ওমরের ভাষন শুনে মসজিদে সমবেত মানুষেরা সম্মোহিত হয়ে যায়। তখনো জনগনের মনে রাসুলল্লাহ সঃ তার প্রিয় অনুসারী আবুবকর ও ওমর হানিফদের শাসনামলের শ্রুতি ও স্মৃতি জাগরক ছিল। তারা যেন দ্বিতীয় ওমরের মুখে রাসুল সঃ এর আদর্শের প্রতিধ্বনী শুনতে পেলো রাসুলের ওফাতের প্রায় নব্বই বছর পর।

দ্বিতীয় ওমরের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরই উপস্থিত জনতা বলে ওঠল, “তুমি যেহেতু তোমার পূর্ব পুরুষদের সৈরাচারের উত্তরাধিকারী হতে চাও না, তাই আমরা সবাই আল্লাহর রাসুল সঃ এর আদর্শে তোমাকে খলীফা নির্বাচিত করে তোমার হাতে বায়আত হতে চাই, তুমি তোমার হাত দাও”।

আল্লাহর হানিফ বান্দা, রাসুলের অনুসারী ওমর সমবেত জনতার প্রতিক্রিয়ায় আরো বিহবল হয়ে যায়।

করজোরে সে সমবেত জনতার কাছে অনুমতি চায় যে “আমাকে তোমরা একটু অনুমতি দাও, আমি আমার পরিবারের সাথে একটু পরামর্শ করে আসি এ ব্যাপারে”। জনগন তাদের প্রিয়পাত্রকে অনুমতি দিল।

এখানে মনে রাখতে হবে যে এ দ্বিতীয় ওমরও উমাইয়া রাজার পরিবারের অন্যতম রাজপুত্র ছিল। তখন তার বয়স মাত্র ৩৫ বছর। তার স্ত্রীও রাজকুমারি, নাম ফাতিমা। তার পিতা ওয়ালিদও রাজা ছিল।

অপর দিকে উমর ইব্ন আব্দুল আযীয যৌবনের প্রথম দিকে অত্যন্ত সুবেশী, সুপোশাকী সৌখীন ছিল। তার তখন বাৎসরিক আয় ছিল চল্লিশ হাজার দিনার। যার বর্তমান মূল্য দশ পনের লাখ টাকা। তার আতর ও সুগন্ধী ব্যবহারের এমন বাহার ছিল যে সে বিকালে বিহারে যে পথ দিয়ে যাতায়াত করতো, লোকেরা ঘরের দরজা জানালা খোলা রাখতো ওমরের সুগন্ধীর কিছুটা পাওয়ার জন্য।

ওমর তার স্ত্রী ফাতেমাকে জানাল যে আমাকে জনগন রাসুল্লাহ সঃ পর উম্মতের খলীফা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম জাহানকে নবী সঃ এর আদর্শে পরিচালনা করার গুরু দায়িত্ব আমার কাঁধে বর্তেছে। তোমার আমার বাপদাদা উমাইয়ারা

আল্লাহর ও রাসুলের আমানত খেয়ানত করে, মুসলিম উম্মার সম্পদ আত্মসাৎ করে জনগনের রক্ত শোষণ করে তোমার আমার পার্থিব ভোগের ব্যবস্থা করে পরকালের জাহান্নাম নিশ্চিত করেছে। আমি জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির জন্য তৌবা করে এসেছি যে আমি আমার বংশের সকল লুপ্তিত ধনরত্ন জনগনের রাষ্ট্রীয় ভান্ডার বাইতুল মালে ফেরত দিবো। তুমি যদি আমার স্ত্রী থাকতে চাও, তাহলে তোমার অলঙ্কারাদী, সম্পদ ও তোমার পোশাকাদী সব রাষ্ট্রীয় ভান্ডারে ফেরত দিতে হবে। আর সম্পদ ও ভোগ চাইলে তোমার তালাক্ব। এফুনি তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তুমি আমাকে চাও না ধন সম্পদ। জনগন মসজিদে বসে আছে আমার অপেক্ষায়।

উত্তরে তার স্ত্রী জানাল “আমি পৃথিবীর সকল ভোগ বিলাস ও ধন সম্পদ ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি ও তোমাকে চাই।” স্ত্রীর উত্তর শুনে ওমর “আলহামদুলিল্লা” বলে তার খাদেম মুযাহিমকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের মসজিদে মাঠে তাবু খাটিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে, এবং প্রত্যেকে দু’জোড়া পরনের পোষাক রেখে বাকি সকল সম্পদ ও বাড়ীঘর রাজকোষে জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে মসজিদে যেয়ে সাধারণ লোকদের বায়যাত গ্রহণ করে। তার পর থেকে দ্বিতীয় ওমর তার ও তার পরিবারের ভরন পোষনে জন্য বৎসরে মাত্র দু’শ দিনার ভাতা গ্রহন করে জীবন যাপন করে। কোথা চল্লিশ হাজার দিনার, আর কোথা মাত্র দু’শ দিনার? ভাবতে কেমন মনে হয়?!

মানুষ ঈমান এনে হানিফ হলে ঠিক এরূপ হয়। হযরত ইব্রাহীম হানিফও এভাবে নমরুদী প্রাচুর্য বিসর্জন দিয়ে হানিফ হয়ে আল্লাহর খলীল হয়েছিলেন। আখেরী নবী সঃও হযরত ইব্রাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ছিলেন “অতঃপর অহীর মাধ্যমে তোমাকে নির্দেশ করেছে হানিফ হয়ে ইব্রাহীমের আদর্শের অনুসারী হতে। ইব্রাহীম মুশরিক ছিলনা। (সূরায়ে নাহল-আয়াত-১২৩)

দ্বিতীয় ওমর তার প্রিয় নবীর আদর্শে হযরত ইব্রাহীমের মতো হানিফ হওয়া মাত্র আল্লাহ তার খেলাফতে রহমত, বরকত ও কল্যানের মহাপ্রাবন করে দিলেন। তার শাসনের দু’বছর তিনমাসে দেশ ও জনগনের জীবনে এতো অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হলো যে সারা রাজ্যে কোন ফকীর মিস্কীন খুঁজে পাওয়া যায়নি যাকাত, খয়রাত ও দান গ্রহন করার জন্য। তাই তার আমলে যাকাত ও দান সদৃকার অর্থ আফ্রিকা ও বহির্বিশ্বে পাঠানো হতো। অথচ, মোয়াবিয়া, ইয়াযিদ ও মারওয়ানদের দুঃশাসনামলে এ জাতিই ভিক্ষকের পর্যায়ে ছিল।

আমার আলোচ্য দ্বিতীয় ওমরের শাসিত খেলাফতের আয়তন কি ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সাহেবের মেট্রোপলিটন এরিয়ার সমান ছিল, না হাসিনা ও খালেদার পিতা ও স্বামীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চারণভূমি “সোনার বাংলার” সমান ছিল? না ওমরের খেলাফত কোন হাসিনা খালেদার আশীর্বাদ, বা নির্বাচনী প্রহসনের দান ছিল?

না, তার কিছুই ছিলনা। তা সম্পূর্ণ আল্লাহর দান ছিল। মানুষ যখন আল্লাহর জন্য “হানিফ” হয় তখন আল্লাহ স্বয়ং খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন। আর যখনই কোন জাতি “হানিফিয়ত” ত্যাগ করে মুশরিক হয়, তখন শয়তানের শিষ্য পুরুষ ও শয়তানের রশি, নারী নেতৃত্বের আযাব সে জাতির উপর চাপিয়ে দেন, যেমন বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে।

দ্বিতীয় ওমরের খেলাফতের আয়তন প্রথম ওমরের চেয়েও অন্ততঃ দশগুন বেশী ও ব্যাপক ছিল। পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যেও এলাকা, দক্ষিণে মিশর সহ আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা, উত্তরে রাশিয়ার অর্ধেক মধ্য এশিয়া ও পূর্বে ইরান, আফগানিস্তান হয়ে সিন্ধু তথা দক্ষিণ ভারত। এক কথায়, রোমান সাম্রাজ্য, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, তাতারদের সাম্রাজ্য ও ভারতীয় রাজা দাহিরের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে দ্বিতীয় ওমরের “ইমাম তত্ত্বের” খিলাফত ছিল। তখনকার সভ্য পৃথিবীর প্রায় গোটাটাই তার অধীনে ছিল।

আল্লাহর শেষ নবী সঃ এর বিদায়ের পর তাঁর খাঁটি হানিফ অনুসারী খেলাফতকে উৎখাত করে মোয়াবিয়া ও মারওয়ানরা ধর্মের ছদ্মাবরণে কুফর ও শিরকের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় ওমর হানিফ হওয়ায় তার দ্বারা আল্লাহ তা’আলা অন্ধকারের বুক চিরে এক আলোকময় জোতিষ্কের অভ্যুদয় ঘটান। আল্লাহর ওয়াদা ও বিধান যখনই কোন জনগোষ্ঠী তাঁর হানিফ হয়ে তৌবা করে মুক্তি দাতার প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদের ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃ দেও মতো “হানিফ” শাসনকর্তা দান করেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় ওমর তদানিস্তন অর্ধেক পৃথিবীর শাসক হয়েও গনভবন, বঙ্গভবন ইত্যকার নামের নমরুদ ও ফেরাউনী প্রাসাদ ত্যাগ করে মসজিদের আঙ্গিনায় তাবু খাটিয়ে যখন পরিবার নিয়ে বাস করতে লাগলো, তখন ধরা স্বর্গের রূপ

ধারন করেছিল। এ ওমর কোন ব্যক্তি ছিল না, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য তৌবার দৃষ্টান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

এ ওমর একবার রাষ্ট্রীয় কাজ শেষে তার বাচ্চাদের খোঁজ খবর নিতে ঘরে প্রবেশ করে। এ ওমর যেমন তার আমলের সুশ্রী ও সুন্দর যুবক ছিল, তার ছেলে মেয়ারাও তারই মতো ফুলের মতো ছিল। নবী আদর্শে কৃচ্ছতার প্রতীক দেখতে পায় যে, তার ছেলে মেয়েরা পুরাতন জোড়াতালি দেয়া পোষাক পরে আছে। বাচ্চারা বাবাকে দেখে দৌড়িয়ে তার কাছে আসে। কিন্তু সবাই মুখে উড়নার আচল ও রুমাল দিয়ে বাবার সাথে কথা বলছে। বাবা অবাক হয়ে বাচ্চাদের প্রশ্ন করে, “কি হলো তোমাদের?” আমার গায়ে কি কোন দুর্গন্ধ আছে যে তোমরা মুখে কাপড় দিয়ে আমার সাথে কথা বলছো? উত্তরে বাচ্চারা জানালো “না আব্বা আপনার গায়ে দুর্গন্ধ থাকবে কেন, আমাদের ঘরে আজ খাবার জন্য শুকনো রুটি ও কাঁচা পেঁয়াজ ছাড়া কোন খাওয়া ছিল না। আমরা পেঁয়াজ দিয়ে রুটি খেয়েছি। আমাদের মুখের গন্ধ যাতে আপনাকে কষ্ট না দেয়, তাই আমরা মুখে কাপড় দিয়ে আপনার সাথে কথা বলছি”।

আল্লাহ্, আল্লাহ্, এরা হানিফ, না আমরা হানিফ?

অর্ধেক পৃথিবীর শাসক বাচ্চাদের মলিন বস্ত্র ও তাদের খাদ্যের কৃচ্ছতার কথা শুনে ও দেখে তাদের আদর করে বলল, “তোমরা কি চাও তোমরা তোমাদের বাবার সাথে রাসুল সঃ এর সঙ্গী হয়ে বেহেশতে যাবে, না তোমাদের অপরাপর অত্যাচারী জালেম উমাইয়া শাসকদের মতো ভোগ বিলাস করে জাহান্নামে যাবে?”

উত্তরে বাচ্চারা বাবার গালা ধরে বলে উঠল, “আমিরুল মোমেনীন, আমরা আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। ঠিক তখন বাচ্চাদের মাও, আধা জাহানের সম্রাজ্ঞী, তালি দেয়া পোষাক পরে স্বামী ও সন্তানের সাথে যোগ দেয়। “ধরার পৃষ্ঠে স্বর্গের মানুষ”

এপরিবারটি একত্রে পুনঃ খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সাথে পেয়াজ দিয়ে শুকনো রুটি খেয়ে আল্লাহর দরবারে পরকালে নাজাত ও সাফল্যের দোয়া করে চোখের পানি দিয়ে পরকালের জাহান্নামের আগুন নিভালো। রাদিআল্লাহু আনহুম, ওয়া রাদু আনহ। আমীন। তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহর ও আসমানের সকল ফেরেশতা সহ তাদের উপর সন্তুষ্ট।

“হে আল্লাহ তুমি আমাদেরও তোমার পছন্দের ইমাম ও খলিফা দান কর”। আমীন।

আল্লাহর সৃষ্টি বিধানের কোথাও মানুষের সর্বভৌমত্বের রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের কল্পনাও নেই। তাঁর বিধানে “ইলাহ ও “আবদ” অর্থাৎ সার্বভৌম আল্লাহর ও তাঁর বান্দাদের দাসত্ব ছাড়া অন্য সকল ধ্যান ধারণা শিরক ও কুফর। বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজকে বিভ্রান্তকারী, কনফিউজার, গণতন্ত্রই দাজ্জালের আগমনের পূর্বাভাস। আরবী ভাষায় বিভ্রান্ত করাকে দজল ও বিভ্রান্তকারীকে “দাজ্জাল” বলা হয়। স্থির ও অমোঘ ঐশী সত্যকে কাল্পনিক ধ্যান ধারণা দিয়ে বিচার করার প্রবণতাই সত্য থেকে বিচ্যুতি। সর্বজনীন শ্রুতি ইলাহ আল্লাহর আদম সৃষ্টির লগ্নে ফেরেশতাদের নিয়ে ইবলিস্ শয়তানের সংখ্যাতন্ত্রের বিরোধীতাই “গণতন্ত্র” বা শ্রুতির ইচ্ছার সামনে সৃষ্টির সার্বভৌমত্বের কল্পনার উৎপত্তি। সেখান থেকেই প্রাকৃতিক মহা সত্যের বিরোধীতাকারী বিরোধীদের নেতা ইবলিস্, চিরতরে শয়তান নামে অভিহিত হয়, এবং তা কর্তৃক বিভ্রান্ত ফেরেশতার নিজেদের ভুল বুঝে, তা অকপটে স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে তৌবার মাধ্যমে পুনঃ ফেরেশতার মর্যাদা লাভ করে। অপর দিকে আদম সন্তানদের হানিফিয়ত বর্জনকারী ধর্মদ্রোহী ও ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীদাররা শয়তানের সাথে মিলে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সর্বশেষ গণতন্ত্রের সমর্থক হয়ে কুফর ও শিরকের দুষ্ট চক্র (Vicious Circle) নিপতিত হয়ে আশ্রাফুল মাখলুকাৎ, সৃষ্টির সেরা থেকে ইতর প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে ব্যাভিচারী, সমকামী নারী পুরুষ হয়ে এইড্‌স্ রোগের শভ্যতা ও সাংস্কৃতির ধারক বাহক হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বসঙ্কটের সমাধান, মানব সার্বভৌমত্বের সকল তন্ত্রমন্ত্র ত্যাগ করে অবিভাজ্য মহাসত্য সনাতন ধর্ম বা বিশ্বাস, দ্বীনুল ক্বাইয়েমাহ্, ইব্রাহীমী হানিফ, তৌহিদে প্রত্যাবর্তন ছাড়া হবে না।

আল্লাহ তাঁর বিধানের চতুষ্ঠয় ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সঃদেও দ্বারা তাঁর রহমত ও কল্যাণের অপরিবর্তনীয় চৌহদ্দি দাঁড় করিয়ে শেষ নবীকে দিয়ে, সকল ঐশী গ্রন্থের সমষ্টি আল্ ক্বোরআনে ঘোষণা করিয়েছেন “নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়ে যে বিধান দেয়া হয়েছে, সে বিধানই সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে গোটা মানব জাতির জন্য অবশ্য

পালনীয় করা হলো। এ দীনকে এককভাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করো, তাতে কোন প্রকার বিভেদ ও বিভাজন করবেনা। এ মানব ঐক্যের ধর্মের প্রতিষ্ঠার পথে একমাত্র মুশরিকরাই বড় অন্তরায় হবে”। (সূরায়ে শোরা, আয়াত-১৩)

শিরক এতো বড় পাপ, যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাঁর শেষ নবী স: কে সতর্ক করে বলেছেন” তোমাকে অহী মারফত সতর্ক করা হচ্ছে যেমন তোমার পূর্বের নবীদের সতর্ক করা হয়েছে, তুমিও যদি শিরক করো, তা হলে তোমার সকল আমল বরবাদ করে দেয়া হবে এবং তুমি অবশ্যই মহাশক্তিগ্রন্থদের একজন হবে” (সূরায়ে ঝুমার, আয়াত-৬৫)

শিরক করলে যদি বিশ্বনবী শুদ্ধ সকল নবীদের আমল বরবাদ হয়ে যা, তা হলে শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার ও তাদের নগর পাল, মেয়র সাহেবের পরিণাম কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কি হবে?

ধরার পিঠে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে সৃষ্টির, মানুষের, সার্বভৌমত্বের দাবিদার ও তা প্রতিষ্ঠা করা, নিজেকে খোদাই দাবি করার নামাস্তর। কারণ, আইন ও বিধান একমাত্র আল্লাহর। বান্দার কাজ হলো, আল্লাহর বিধান মেনে তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করা।

ভোট, শপথ ও বাইআতের আধুনিক বিকৃতি। এ বাইআতের দ্বারা গণতন্ত্রী তথা ডেমোক্র্যাটরা আল্লাহর আইন ও বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা সার্বভৌম হয়ে তাদের হয়ে আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এম,পি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে “লাশারিক এক আল্লাহর” স্থলে অসংখ্য দেব-দেবী লালন, পালন ও শাসনকর্তা নির্বাচিত করে। এরাই পুরাতন যুগের মানুষের গড়া কাঠ, পাথর ও মূর্তিও জীবন্ত রূপ।

এ নির্বাচন পদ্ধতিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যানকারী রূপে মানব নরনারী মুশরিক হয়ে যায়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী কোন ঈমানদার ব্যক্তি ভোট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিকট মুশরিক হয়ে মুমিন থেকে খারিজ হয়ে যায়। তার স্ত্রী ভোট না দিলে সে ঈমানদার থেকে যায়। এবং আল্ কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, “মুশরিকরা নাজাস, বা অপবিত্র ব্যক্তি কিছু নয়”। (সূরায়ে তওবা, আয়াত-২৮)

পুরুষ নাপাক বা অপবিত্র হলে তার বীজ বা বীর্যও অপবিত্র। অপবিত্র বীজ পবিত্র স্ত্রীর জঠরে রোপিত হতে পারে না। তাই মুশরিক স্বামীর সাথে ঈমানদার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল হয়ে যায়। তদ্রূপ স্ত্রী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিরোধী গণতন্ত্রীদের ভোট দিলে তাদের হাতে বাইআত হওয়ার ফলে সে মুশরিকা হয়ে যাবে, এবং সেক্ষেত্রে তার স্বামী ভোট না দিলে সে মুমিন রয়ে যাবে। তখন পবিত্র স্বামীর পবিত্র বীজ নাপাক ক্ষেত্রে রোপিত যাতে না হয়, সেজন্য স্বামী মুশরিকা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

হালাল কে হারামের সাথে, সত্য কে অসত্যের সাথে এবং শিরক ও কুফরকে ঈমানের সাথে একত্র করতে আল্লাহ কোরআনে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। অতএব, মুশরিক নারী ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার পুরুষ মুশরিক নারীর জন্য বৈধ নয়। “এই নারীরা ঐ পুরুষের জন্য বৈধ নয়, এবং এই পুরুষরা ঐ নারীদের জন্য বৈধ নয়”। (সূরায়ে মুমতাহানা, আয়াত-১০)

“নারী ও পুরুষরা আল্লাহর সৃষ্ট পরস্পরের চাষাবাদের ক্ষেত্র” (সূরায়ে নিসা, আয়াত-২২৩) অতএব মুশরিক পুরুষ, মোমেনা নারী এবং মুমিন পুরুষ ও মুশরিকা নারী মিলে অবৈধ ফসল উৎপাদন করা যাবে না। একথা মোল্লাদের ফতোয়া নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহর হানিফ বানারা ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম বলে আল্লাহ আমাদের সাম্মানে ফেরেশতাদের সিজদাহ করিয়েছেন। আর এ মানুষ যখন মুশরিক হয়, তখন এতো অপবিত্র হয় যে তারা যে উপাসনালয় সূহপন করে এবং যে সমস্ত উপাসনালয়ে উপাসনা করে, তাও অপবিত্র ও নাপাক হয়ে যায়। সে সমস্ত মসজিদ ও উপাসনালয়ে তৌহীদের অনুসারি হানিফ ঈমানদারদের নামাজে দাঁড়াতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

পবিত্র মক্কা হযরত ইব্রাহীম হানিফের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব মানুষের জন্য পবিত্র তীর্থ স্থান। এ পবিত্র কাবা যখন মক্কার মুশরিকদের দ্বারা অপবিত্র হয়, তখন আল্লাহ তাঁর আখেরী নবী সঃকে তাতে সালাত বা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করতে নিষেধ করেন। রাসুল সঃ নবী হয়ে দীর্ঘ তের বছর মক্কায় কাটিয়েছেন। নবুওত প্রাপ্তির দশম বৎসরে মেরাজের মাধ্যমে তাঁকে নামাজের প্রাকটিকেল প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারপরও তিনি তিনটি বছর মক্কায় কাটান। কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাজও তিনি জামাত করে আদায় করেননি। কারণ, তখন পবিত্র কাবা মক্কার মুশরিকদের শিরকের ফলে অপবিত্র ছিল। অতচ, তাতে

মুশরিকরা শিরকের সাথে নামাজ পড়তো, হজ্জ করতো, ওমরা করতো, ক্বোরবানী করতো, ঈদ-চাঁদের অনুষ্ঠানাদিও করতো। তারা আল্লাহর নামে শপথ করতো, বিসমিল্লাহ বলে সকল শুব কাজ আরম্ভ করতো এবং সনতান দের নামও “আব্দুল্লাহ” রাখতো।

বাবা ইব্রাহীম হানিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবাকে মক্কাবাসীর শিরকের অপবিত্রতা থেকে চীরতরে পাক করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর শেষ নবী সঃকে সর্বশেষ ঐশী কিতাব, আল ক্বোরআন দিয়ে পাঠান। এ ক্বোরআন দিয়ে আল্লাহ হযরত মুসা ঈসা আঃদের শিক্ষা ত্যাগ করে তাওরাত ও বাইবেলে নবীদের নামে অসংখ্য জঘন্য, অবমাননাকর মিথ্যা সংযোজন করে মুশরিক হয়ে যাওয়া ইহুদী ও খৃষ্টানদের সকল মিথ্যার অপনোদন করে তাদের ইব্রাহীম হানিফ আঃ এর ধর্মাদর্শে ফেরৎ আসার আহ্বান করে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর অনুসারী হতে নির্দেশ দেন, এবং বিশদভাবে বলেন যে ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা নবীদের যে দ্বীন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, মুহাম্মাদ সঃকে সে দ্বীনকেই চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার পরে আর কোন নবী আসবে না।

অপর দিকে মক্কার মুশরিকদের চরম পত্র দেয়া হলো যে আল্লাহর শেষ ও চূড়ান্ত নবীর অনুসারী হয়ে শিরক ত্যাগ না করলে তাদের পরাজিত ও উৎখাত করে আল্লাহ তার খলীল ইব্রাহীমের স্মৃতি মক্কাতে মুক্ত ও পবিত্র করবেন। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর বাণী শুনে রাসূল সঃএর অনুসারী না হয়ে তারা তদানিন্তন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আঁতাত করে রাসূলকেই নির্মূল করার সর্বাত্মক চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

ফলে আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে মক্কার মুশরিকদেরও মধ্যে প্রচরিত নামাজ, রোজা ও হজ্জ ইত্যাদি ত্যাগ করে শুধুমাত্র ইব্রাহীমের অনুসরণে হানিফ হয়ে খাটি তৌহীদের ভিত্তিতে বিশ্ব বিপ্লবের অনুশীলনের নির্দেশ দেন।

তাই রাসূল সঃ মক্কায় নবী হিসেবে তের বছর কাটানো সত্ত্বেও মুশরিকদের সাথে এক বারও হজ্জ শরীক হননি, তাদেও নামাজে শরীক হননি।

মক্কার ক্বোরাইশদের ধর্মাচার ত্যাগ করায়, তখনকার মক্কার ধর্মীয় নেতা আবু জাহেল, আবুলাহাব ও আবু সুফিয়ান গংরা নবী ও তাঁর হানিফ অনুসারীদের প্রানের নাশ করার পরিকল্পনা নেয়।

এমতাবস্থায় আল্লাহ নবীকে তাঁর হানিফ অনুসারীদের নিয়ে হিজরতের নির্দেশ দেন।

হিজরত মানুষকে একনিষ্ঠ ও এক কেন্দ্রিক “হানিফ” বানানোর আল্লাহর অমোঘ বিধান। এ হিজরতের বিধানে কোন ব্যতিক্রম নেই। কোন নবী ও সংস্কারক ব্যাক্তিতে কখনো হিজরত ব্যাক্তীত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ক্লেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে ও পারবে না। এ হিজরতের কোন বিকল্পও নেই।

তবে হিজরতের অর্থ পরাজিত হয়ে, বা পরাজয় স্বীকার করে দেশত্যাগ করে পালানো নয়। হিজরতের অর্থ প্রচলিত ভেজাল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জরাগ্রস্ত পঁচা ও নষ্ট সমাজব্যবস্থা ও সমাজ ত্যাগ করে, নিরালা ও নির্জন পাহাড় বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে, সত্যের ধ্যান সত্যের অনুশীলন ও সত্যের সন্ধানী মানুষদের একত্রিত করে, প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা দিয়ে এক বিশ্বাস, এক নেতৃত্ব ও এক কেন্দ্রিক আল্লাহর সৈনিক গড়ার সেনা নিবাস ও দুর্গ গড়া। এ হিজরতেই ঐশী সমাজ বিপ্লবের ইমাম ইব্রাহীম, মুসা, ইসা ও শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃ করে ছিলেন।

যে নবী সঃ আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় প্রচলিত লোকাচারের নামাজ, রোজা ও হজ্জ প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি বর্জন করেছিলেন, তিনি মদীনাতে হিজরতের পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে “জীবন মরণ পন” করার বায়আত্ বা শপথ নেয়ার প্রচলন করেন। তাঁর মদীনাতে হিজরতের পূর্বে পরপর তিন বছর মদীনার কিছু লোক হজ্জ এসে রাসূল সঃ এর হাতে তৌহিদ ও হানিফিয়াতের “বায়আত্” হয়ে যায়। এ নিয়ম আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট।

মদীনায় হিজরতের কারণ

দুনিয়ার অন্য সব জায়গা বাদ দিয়ে বিশ্ব নবী সঃ মদীনাকে কেন নির্বাচিত করলেন? এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের খুব ভালো করে জেনে নিতে হবে যে, মদীনা তখন আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া ও ইরাকের লোকদের পরস্পরের দেশে গমনা গমনের পথের সঙ্গমস্থলে এক অজগ্রাম, পল্লী এলাকা ছিল। তখন এর নাম ছিল “ইয়াসরিব”।

বর্তমানে যেমন বিশ্বময় মানব মানবীদের স্বেচ্ছাচারের ফলে নরকের রূপ নিয়েছে, এবং বিশ্বের ঐশী সত্যের ধর্মে বিশ্বাসী সাত্ত্বিক মানুষেরা, যাদের মাঝে মূল ইব্রাহীমী হানিফিয়াতের ধারায় বিশ্বাসী ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, সনাতনী হিন্দু ও মুসলিম রয়েছে, তারা যেমন বিশ্বের পথপ্রদর্শক মানুষের মুক্তির জন্য মসীহ, ঈসা, মহাগুরু ও ইমাম মাহুদীর আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে, তেমনি তদানিন্তন মুশরিক ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও আরবদেও ভ্রষ্টাচারে জর্জরিত মানুষেরা তখন তেমনি একজন মুক্তি দাতার অভূদ্যয়ের অপেক্ষা করছিল।

তখনকার ইয়াসরিব ও পরবর্তী মদীনায় খেজুরের বাগান ও অন্যান্য চাষাবাদ কণ্ডে জীবিকা নির্বাহকারী দরিদ্র আরবদের সাথে ব্যবসায়ী ধনী কিছু ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান বাস করতো। এ খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীরা তাদেও ধর্মের মূল শিক্ষা অনুযায়ী দৃঢ় ভাবে জানতো ও বিশ্বাস করতো যে অদূর ভবিষ্যতেই বিশ্বেও মুক্তির আদর্শ পুরুষ, শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তাওরাত ও বাইবেলেও তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ ছিল। কিন্তু তাতে উল্লেখ ছিলনা কোথায়, কোন গোত্রে বা কোন জন গোষ্ঠির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

তখন ইয়াহুদী খ্রিস্টানদেও মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার বহুল চর্চা ছিল। তাতে তারা আঁচ অনুমান করতে পারত যে মহাবিশ্বের মহাজাগতিক গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে তার কোথায় কি প্রতিফলন ও পরিবর্তন হতে পারে। তাতে তারা দেখতে পেয়েছিল যে আল্লাহর ঐশী বিধানের শেষ প্রেরিত পুরুষের জন্ম, সিদ্ধি লাভ ও তার যাতায়াত মক্কা ও মদীনার অক্ষ পথের কোথাও হবে। তাই ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান তদানিন্তন ইয়াসরিবের আশে পাশে জেরুজালেম, বেথেলহাম ও পেলেষ্টাইন হতে হিজরত বা দেশত্যাগ করে বসতি স্থাপন করে।

ইয়াহুদী খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই যেহেতু হযরত ইব্রাহীম হানিফের অনুসারী ও বংশদূত মূসা ও ঈসার অনুসারী হওয়ার দাবীদার ছিল এবং তাদের মধ্যে পরস্পরকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করার রক্তাক্ত যুদ্ধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধণ্ডে চলে আসছিল, তাই ইয়াহুদীরা বিশ্বাস করতো যে শেষ নবী তাদের মধ্য থেকে জন্মে তাদের খৃষ্টানদেও উপর চূড়ান্ত বিজয় দিয়ে বিশ্বময় তাদের প্রতিষ্ঠিত করবে। এবং খৃষ্টানরা বিশ্বাস করতো যে বিশ্বেও মুক্তিদূত তাদের মধ্য থেকে জন্মে তাদেরই বিশ্বের সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে।

মদীনার ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে ভিতরে ভিতরে খুব চর্চা ছিল। মদীনার অ-ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আরবরা তাদের ইয়াহুদী খৃষ্টান প্রতিবেশীদেও নিকট শেষ নবী সঃ এর আবির্ভূত হওয়ার নিশ্চিত কথাবার্তা শুনতো।

এর মধ্যেই মক্কাই শেষ নবী সঃ এর আবির্ভাব ঘটে যায়। তাতে ইয়াহুদী খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম বেসাতী মোল্লার চরমভাবে নিরাশ ও মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়। তার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে তৌরাত ও বাইবেলে যেখানে যেখানে বিশ্ব নবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা পরিবর্তন করে মুছে ফেলায় কুকর্মে লিপ্ত হয়। অথচ এ পাপেই আল্লাহ বনি ইসরাইলদের অভিশপ্ত করে তাদেরকে নবুয়্যতের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে ছিলেন।

আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা একাধিক স্থানে স্পষ্ট কণ্ডে বলেছেন “তারা (ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা) শেষ নবীকে এরূপ সন্দেহাতীতভাবে চিনে, যে রূপ তারা তাদেও স্বীয় সন্তানদের চিনে।” কিন্তু শেষ নবী সঃ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের গোত্র ও সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ায় তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও তার সত্যকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করলোনা, আজ পর্যন্ত তারা আখেরী নবীকে প্রত্যাখ্যান এবং তাঁর অনুসারী হানিফ মুসলিম জাতির শত্রুতায় লিপ্ত। হযরত ঈসা আঃ এ সত্যকে সত্যায়ন করার জন্যই আখেরী যামানায় পূনর্বীর এসে ইমাম মাহুদীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বের বিপথগামী খৃষ্টান ও অভিশপ্ত ইয়াহুদীদেও সামনে সাক্ষ্য দিবেন, এবং তাকে স্বশরীণে সামনে দেখতে পেয়ে দুনিয়ার বর্তমান পরাশক্তি “দাজ্জাল” লবনে পানি মিলিয়ে যাওয়ার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ ঘটনাকেই “আর্মাগেডডন” বলা হয়।

অথচ মদীনার সাধারণ মানুষেরা ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের মুখে শুনেই মক্কা তিন বারে তিন দল এসে শেষ নবী সঃ এর হাতে ঈমান এনে জান মাল সকল উৎসর্গ করার শপথ ও বায়আত কণ্ডে তাকে মদীনায় নিয়ে যায়। আত্মস্ত্রিতার জন্য মক্কার জ্ঞানী বড় লোক ও মদীনার ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় এ মহা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে অভিশপ্ত হলো। ধন্য হলো মক্কার নির্যাতিত কুতদাস ও মদীনার সাধারণ দরিদ্ররা। তদ্রূপ ইনশাআল্লাহ, পৃথিবীর এক দরিদ্র ও অবহেলিত কোন দেশ থেকে বিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বজয়ী বিপ্লবের সূচনা হবে এবং তা বাংলাদেশের ঢাকা নগরীর নাম সর্বস্ব হানিফরা তৌবা কণ্ডে ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃ দের আদর্শে ঢাকা মহানগরী রূপে ঘোষণা করা মাত্রই তা সূর্যোদয়ের মতো দেখতে দেখতে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এটাই আল্লাহর অঙ্গীকার ও বিধান।

নগর ও নগর ভিত্তিক সমাজ

বিক্ষিপ্ত ও অগঠিত জনবসতির নাম গ্রাম। সাজানো, গঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আদর্শ জনবসতির নাম, শহর, বা নগর। ঈমানের ঐশ আদর্শেও উপর গঠিত নিরাপত্তা ও শান্তির নগর আল্লাহর বান্দাদেও জন্য ধরার পৃষ্ঠে স্বর্গের দৃষ্টান্ত “বালাদুল আমিন”, যার নাম স্বয়ং আল্লাহ আল কোরআনে শপথ করে মানব জীবনের চরম উৎকর্ষ ও চরম অধঃপতনের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম খলীল মক্কা ও জেরুজালেমে বালাদুল আমিনের পুস্তন ও প্রতিষ্ঠাকালে দোয়া করেছেন “প্রতিপালক, এ নগরীকে আপনি শান্তি ও নিরাপত্তার নগরী করে দিন, একে শিরক মুক্ত করে দিন, নামায ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা, এবং এ নগরের বাসিন্দাদের উত্তম খাদ্যো যোগান দিন। যাতে তারা কৃতজ্ঞ জাতি হয়”। এ আদর্শের নগরী ও মহানগরী আল্লাহর, ও তার মনোনিত মেয়র ইব্রাহীম হানিফের, ও শেষ নবী মুহাম্মদ হানিফদের, যেমন মক্কা, জেরুজালেম ও মদীনা মোনাওয়ারাও ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীদের।

এ আদর্শ ও উৎসর্গের বাইরে নগর ও পৌর সভ্যতা শয়তান ও তার খলিফা, প্রাচীন রাজা নমরুদ, ফারাউ, নব্য প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদেব। তাদের নগরী বেবিলোনিয়া, মিশর, প্যারিস, লন্ডন, ওয়াশিংটন প্রভৃতি ** নদার জাতির জন্য তা’ নরকের পার্থিব রূপ।

ইব্রাহিম হানিফ আঃ এর প্রতিষ্ঠিত মক্কা নগরী যখন মুশ্রিকদের দ্বারা অপবিত্র ও অবরুদ্ধ হয়, এবং হযরত ইব্রাহিম কর্তৃক শেষ বারের মতো বিশ্ব মানবের জন্য মুক্ত ও পবিত্র করার জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়া শেষ নবী সঃ আবিরুত হন, এবং মক্কার মুশ্রিক ধার্মিকরা তাঁকে ও তাঁর হানিফ সাহাবা, বা অনুসারীদের পৃথিবী থেকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কর্কর করা আরম্ভ করে, ঠিক তখনই আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র মালিক, সকল রাজার রাজা, মহান আল্লাহ মদীনায তাঁর আদর্শ মেট্রোপলিটন নগর প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। বিশ্ব নবী সঃ তাঁর সকল ক্ষমতার উৎস, সরকার প্রধান, রাবুল আলামীন সকল সৃষ্টির প্রতিপালক, আল্লাহর নির্দেশে মদীনায ক্বেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবের জন্য রহমতের মহানগর “মদীনা মোনাওয়ারা”র প্রতিষ্ঠা করেন। বাবা আদম থেকে সকল নবীদের আদর্শের “সর্বশেষ আদর্শ মহানগর” প্রতিষ্ঠা করার সে নূরের নগরী মদীনা মোনাওয়ারার আল্লাহ কর্তৃক মনোনিত নগরপাল ইমাম, রাহ্মাতুল্লিলি আলামীন হন।

এ আদর্শের নগর সভ্যতা ও নিরাপদ, নিষ্পাপ ও ঐশী শিক্ষা দীক্ষার সনাতন নগরায়ন ব্যবস্থাই আল কোরআনে স্বয়ং আল্লাহর নাম দেয়া “বালাদুল আমীন”। কোন ঈমানদার জাতি ও তার রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানকে আদর্শের নগর ব্যবস্থা প্রবর্তনে অন্যকোন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ ও তাঁর খলীল হযরত ইব্রাহীম আঃ ও আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সঃ এর আদর্শে অবিশ্বাসী, ইব্লিস শয়তান ও তার মানব “খলিফাদেরই” এর দৃষ্টান্ত খুঁজতে হয়। যাতে, প্রাচীন বেবিলোনিয়া, মিশর ও মহেন্জোদাড়ো হরপ্পার ধাঁচে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস ও কোলকাতা বিশ্বের মতো পাপাচারের ইন্দ্রপুরী গড়ে দেশ ও জাতিকে জাহান্নামে পরিণত করা যায়। শয়তানী নগর সভ্যতার পাপেই আল্লাহ অতীতের সমৃদ্ধ বহু জাতিকে ভূমিকম্প ও প্রলয় দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে অতীতের ইতিহাসে রূপান্তরিত করেছেন। বিশ্বময় বর্তমান মানবজাতি এক বিশ্ব প্রলয়ের মুখোমুখি। ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, ব্যভিচার, হোটেল, দানমন্ডি, বনানী ও গুলশানের “ধনীপাড়ার” পাপ ও বেশ্যাবৃত্তি আল্লাহর বান্দা, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে কি নাড়া দেয় না?

হযরত ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ আঃদের মক্কা, জেরুজালেম ও মদীনা আজ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান মুশ্রিকদের কৃতদাসদের হাতে অবরুদ্ধ, বন্দী। অচীরেই তার মুক্তি ও পবিত্র করনের অলৌকিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ। এবং তা অবশ্যই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সঃ এর মদীনা প্রতিষ্ঠার আদর্শে ঘটাবেন বলে আল্লাহ আল কোরআনে ঘোষণা করেছেন। আসন্ন সে ঘটনায় পৃথিবীর মানুষ এক ধর্মে বিশ্বাসী, এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং এক জাতিতে রূপান্তরিত হবে।

এ চূড়ান্ত ঘোষণা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে একি ভাষায় তিন তিন জায়গায় এবং তিনবার একি অর্থ ও ব্যাখ্যায় বলেছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের হানিফ ঈমানদারদের দ্বিধাহীনভাবে এ ঘোষণার মর্মার্থ, জানতে, বুঝতে এবং একমাত্র করনীয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ আয়াতটির মর্মার্থ বুঝে তৌহিদের অনুসারী না হয়ে কেউই হানিফ মুসলিম ও মোমেন হবে না। তখনকার মক্কাবাসী ও ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মতোই মুশ্রিক রয়ে যাবে, যাদেরকে আল্লাহ কোরআনে “কাফেরও” বলেছেন। সুরায়ে “কাফেরুন” বা “কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন” তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। আসলে, যারা না জেনে শিরক করে, তারা মুশ্রিক, এবং শিরক জানার পরও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যারা শিরকে লিপ্ত থাকে, তারাই

কাফের। এর মাঝে যারা অবস্থান করে, তারা “মুনাফিক”। আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও একমাত্র বিধান দাতা “বিধাতা”, লা-শারিক যে ঘোষণাটি করেছেন, তা হ’লোঃ-

“তোমাদের একমাত্র ইলাহু যিনি, তিনিই স্বয়ং তাঁর শেষ নবীকে তাঁর একমাত্র সত্য ধর্ম ও তার দিক নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছেন সত্য ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শের উপর, পৃথিবীর সকল ও সর্বকালের মুশরিকদের আপত্তি ও বিরোধীতা সত্ত্বেও তাঁকে উদ্ভাসিত ও বিজয়ী করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্থে। অতএব, এর কোন ব্যতিক্রম হবে না”।

ইয়াহুদী খৃষ্টান মুশরিকদের প্রতি চরম পত্রের সূরা, সাফ্‌ফ, মক্কার মুশরিকদের চরম পত্র দিয়ে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত সূরা, আলফাত্‌হ, ও মক্কা বিজয়ের পর মক্কাতে মুশরিকদের অপবিত্রতা থেকে চীর দিনের জন্য পবিত্র করার আসমানী নির্দেশ, সরায়ে তৌবায় তিনবার পুনরাবৃত্তি করে আল্লাহ তাঁর নিরাপদ নগরী ও মহানগর, এবং নগর পাল ও নগর বাসীদের সম্পূর্ণ বিধি বিধান ঘোষণা করেন। তার ভিত্তিতেই বিশ্ব নবী সঃ তাঁর জীবনে একমাত্র হজ্জ পালন করে বিদায় হজ্জ করে, বিদায় ভাষণ দিয়ে, বিদায় নিয়ে যান।

শেষ নবীকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর একমাত্র সত্য দ্বীনের আদর্শিক নমুনা বা দৃষ্টান্তকে পূর্ণতা দান করেন, যা তিনি তাঁর একনিষ্ঠ বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আঃ কে দিয়ে সূচনা করেছিলেন। সে রাষ্ট্রীয় ও নগর জীবনের আদর্শ ত্যাগ করে আরব জাতি আল্লাহ কর্তৃক ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চেয়েও অভিশপ্ত হয়ে ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহর গযবে পতিত আরব জাতির মুক্তি হবে অ-আরব দেশ, বিশেষ করে, ভারত বর্ষ থেকে, যেখানে, একস্থানে পৃথিবীর অধিকাংশ ইসলামের বিশ্বাসী মানব গোষ্ঠীর বাস। বর্তমান আরবরা তেলের পয়সায় নব্য ধনী হয়ে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানী মুসলমানদের মিস্কিন বলে যে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করে, তদরূপ মক্কার তুলনামূলক স্বচ্ছল মুশরিকরা রাসুল সঃ এর সাহায্যকারী মদীনার আনসারদেরকে মিস্কিন বলে বিদ্রূপ ও উপহাস করতো। রাসুল সঃ এর কুতদাস ও মদীনার মিস্কিনদের দ্বারাই আল্লাহ মক্কা নগরীকে মুক্ত ও পবিত্র করেন। আসন্ন বিশ্ব মুক্তির মহা প্রাবন ও উত্থিত হবে বাংলাদেশের মতো এক মিস্কিন দেশ থেকে। ইনশাআল্লাহ।

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে “দ্বীনে হানিফ” ইসলামের আদর্শিক বিজয়ের সময় আল্লাহর রাসুল সঃ প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে মক্কার মুশরিক নেতা আবু সুফিয়ান, আবু জেহেলের বংশধর ও অন্যান্যদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এদেরকে রাসুল সাধারণ ক্ষমার সময় তোলাক্বা নামে বিশেষভাবে নামকরণ করেন। যার সাধারণ অর্থ দাড়ায় “তোমাদের হত্যা না কও, শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো”। তোলাক্বা থেকে তোলাক্বা শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ছেড়ে দেয়া।

রাসুল সঃ এর সাধারণ ক্ষমায় প্রাণে রক্ষা পাওয়া এরা দু’এক জন বাদে কেউ পূর্ণ অন্তরকরনে মুসলিম হয়নি। এরা নিকৃষ্ট ধরণের বিষ অন্তরে পোষণ করে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। রাসুল সঃ এর হানিফ অনুসারীদের বিভিন্ন চক্রান্তে নির্মূল করেই ক্ষমতা দখল করে। এদের ইসলামের খেলাফত ও ইমামতের স্থলে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা দখলের সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা ও আয়তন এতবেড়ে যায় যে, তখন আর নিছক আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা আরব জাতীয়তাবাদের হিংস্র নেকড়েকে ইসলামের লেবাস, বা আলখেল্লা পরাতে বাধ্য হয়।

আল্লাহর দ্বীনের ছত্র ছায়ায় উমাইয়া ঘাতকদের কারবালার হত্যাযজ্ঞ মদীনায় দশ হাজার সাহাবার হত্যা ও নির্বিচারে গণ ধর্ষণ এবং ঘণ্টা গুলি সংযোগ ও হত্যা যজ্ঞকে চাপা দেয়ার জন্য আরবরা হাজার হাজার মিথ্যা হাদিসের জন্ম দেয়। হিংস্র বর্বরদের কুৎসিত চেহারা ঢাকতে গিয়ে তারা আল্লাহর দ্বীন, রাসুল সঃ ও তাঁর সঠিক অনুসারীদের চেহেরাই কালিমা লেপন করে বিকৃত করে ফেলে।

ঠিক তখনই আল্লাহর তরফ থেকে মো’জেযা রূপে উমর ইব্ন আব্দুল আজীজ, বা দ্বিতীয় ওমরের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি সমূহ বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করে মিথ্যা হাদিসের প্রাবন থেকে আল্লাহর দ্বীন ও রাসুল সঃ এর আদর্শকে রক্ষার জন্য তার রাজ্যময় বিশেষ ফরমান জারি করেন রাসুল সঃ এর সত্যবাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষনের। তার ফলে আজ ক্বোরআনের পাশে রাসুল সঃ এর সত্যবাণী সমূহ দাঁড় করে আমরা সত্যিকারে আল্লাহর দ্বীন কি ছিল, বর্তমানে কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হবো, তা নির্বাচন ও নির্ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছি। তা না হলে আজ আমরা শুধু ক্বোরআন দিয়ে ইসলামের শত্রুদের মিথ্যাচারের মোকাবিলা করতে সক্ষম হতাম না। কারণ, খাটি হানিফ ঈমানদারদের জন্য ক্বোরআনই হেদায়তের জন্য যথেষ্ট। কেননা নিষ্ঠাবান ভালো মানুষেরা প্রকৃতিগত ভাবেই সত্যের অনুসারী, সত্যে

বিশ্বাসী এবং বিনা যুক্তি তর্কে প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করে। কিন্তু শয়তানের প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত শয়তানী স্বভাবের জনগোষ্ঠী কোন সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করেনা, যে পর্যন্ত না তাদের জন্য দাঁতভাঙ্গা প্রমাণ ও যুক্তি থাকে।

বিশ্ব শান্তির আল্লাহর বিশ্বজনীন ধর্ম, ইসলাম ও তার বাহক, প্রচারক ও আদর্শ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সঃ এর জীবদ্দশায়ই পরাজিত মক্কার গোত্র, রক্ত ও প্রতিহিংসার পূজারী মুশরিকরা ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মরণ কামড়ের প্রস্তুতি নেয়। নবী সঃ এর মৃত্যুর সাবধানী প্রথম দু'খলিফার পর তৃতীয় খলিফার অসাধনতার ফাঁকে আরব সম্রাজ্যবাদের ঘাতকরা ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে একের পর এক জঘন্য হত্যা*** ও চরম বর্বরতার মাধ্যমে যে নারকীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, তাকে যথা সময়ে প্রতিরোধ ও উৎখাত না করার পাপে মুসলিম জাতি আল্লাহর আল্লাহর দরবারে আজো ক্ষমার অযোগ্য পাপী।

রাসুল সঃ এর নবী জীবনের ২৩ বছরের মধ্যে মক্কা বিজয়ের পূর্ব মূহর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ একটানা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের নেতৃত্ব দেয় দু'ব্যক্তি, আবু সুফিয়ান ও আব্বাস। আবু সুফিয়ান ছিল দুশ্চরিত্র রাজনৈতিক নেতা, যার স্ত্রী ছিল হামযার কলিজা চিবিয়ে খানেওয়ালী হিন্দা, মোয়াবিয়ার মাতা ও ইয়াযিদের দাদী। আব্বাস রসুল সঃ এর চাচা হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না এনে দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও আহ্মাবের যুদ্ধ সহ ইসলামের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে অর্থের যোগান দাতা। প্রত্যেক যুদ্ধে সে নিজে স্বশরীরে অংশ নিয়েছে। মক্কার সুদখোর মহাজনদের নেতা ছিল বিধায় সে তৎকালীন প্রধান সুদখোরও ছিল। আবু সুফিয়ানের প্রত্যেক পাপাচারের একনিষ্ঠ দোসর ছিল আব্বাস।

মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও মক্কা বিজয় অত্যাশ্চর্য টের পেয়ে আব্বাস সুকৌশলে রসুল সঃ এর মক্কা বিজয়াভিযানের সময় মধ্য পথে গিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে “সুবিধাবাদের” ঈমানের ঘোষণা করে। কিন্তু আব্বাস তার পরই তার গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে রাতের অন্ধকারে গোপনে আবু সুফিয়ান কে এনে রাসুল সঃ এর সামনে উপস্থিত করে সুপারিশ করে ইসলামের এ চীর শত্রুকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়।

রসুল সঃ এর এশুকালের পর গোত্রীয় দাবী তুলে সর্ব প্রথম এ দু'ব্যক্তি হযরত আলীকে খেলাফতের দাবীদার হতে পরামর্শ দেয়। কুচক্রি আবু সুফিয়ান রসুল সঃ এর এশুকালের পর তাঁর লাশ মোবারকের দাফনের পূর্বেই মুসলমানদের ঐক্যে ভঙ্গন সৃষ্টির জন্য তার বন্ধু ও হযরত আলীর চাচা আব্বাসকে এ বলে আলী (রাঃ) এর নিকট পাঠায় যে তুমি রাসুল সঃ এর চাচা হিসেবে গিয়ে সবার আগে আলীর হাতে বায়আত হয়ে খেলাফত রসুলের গোত্র, বনি হাশেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলো। কুচক্রি আবু সুফিয়ানের চক্রান্ত অনুযায়ী আব্বাস আলীকে গিয়ে প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই আলী রাঃ সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেন, এবং বলেন, “চাচা আপনার কাজ তো ছিল সুদের হিসাব নিকাশ করা, এ ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব তো আপনার মাথার চিন্তা হওয়ার কথা নয়! এতো আপনার বন্ধু রা'সুল কুফর (কফুরের মাথা) আবু সুফিয়ানের ষড়যন্ত্র! রাসুল সঃ এর খেলাফতের ব্যাপারতো মোমেনদের সিদ্ধান্তের বিষয়, আপনার ও আবু সুফিয়ানের ব্যাপার নয়!”

শিশুকাল থেকে নবী সঃ এর ঘরে পালিত, তাঁর আদর্শে গড়া, তাঁর আদর্শ মেয়ে ফাতেমার স্বামী, তাঁর কলিজার টুকরা হাসান হোসেনের পিতা, যার সম্পর্কে রসুল সঃ বলেছেন “আমি জ্ঞানের মহানগরী, আলী হ'লো তার প্রবেশদ্বার”। সে আলীকে সে যাত্রা আবু সুফিয়ান ও আব্বাস ধোকা দিয়ে মুসলিম ঐক্যে ভঙ্গন ধরাতে পারেনি।

কিন্তু তারপর চার খলিফার মৃত্যুর পর রসুল সঃ এর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার মাত্র বিশ বৎসর যেতে না যেতেই, মক্কার কাফের ও মুশরিকদের পরাজিত প্রেতাত্মা, আবু সুফিয়ান ও আব্বাসের ঔরসজাত গোত্র উমাইয়া ও আব্বাসিরা বিশ্বমানবের মুক্তির রহমতের খেলাফত ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন কওে, তাকে চিরতরে উৎখাত করে ইসলামের নামে আরবরা বর্বর জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করে। চার খলিফার মোট তিরিশ বছরের পর আবু সুফিয়ান কাফেরের বংশধ উমাইয়ারা ৯২ বছর রাজত্ব করে এবং তারপর আব্বাস সুদ খোরের বংশধর আব্বাসীরা ৫২৪ বৎসর যাবৎ ইসলামের নামে রাজত্ব করে আল্লাহর দ্বীনের দু'দিকপাল হযরত ইব্রাহীম হানিফ ও মুহাম্মদ হানিফ সঃ দের আদর্শকে বিকৃত ও বিলুপ্ত করে।

মূলত: রসুল সঃ এর মৃত্যুর পর চার খলিফার তিরিশ বছরের শাসনামলের পর থেকে আজো পর্যন্ত দ্বিতীয় ওমরের সোয়া দু'বছর ব্যতীত রাসুল সঃ এর অনুসারীদের কোন শাশন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উমাইয়া, আব্বাসী, তুর্কী ও মোঘলদের রাজতন্ত্রের রাজত্ব মক্কার কুফর ও শিরকের “যুগল প্রতিভু” আবু সুফিয়ান ও আব্বাসের প্রেতাত্মার বংশধররাই আজ পর্যন্ত দামেস্ক বাগদাদ ইস্তাম্বুল, স্পেন, দিল্লী, রিয়াদ, ইসলামাবাদ ও ঢাকায় বিভিন্ন নামে জনগনের রক্তের শেষ বিন্দু শোষণ করে আল হামরা, তাজমহল, শীশমহল, বঙ্গভবন, গন ভবন, নগর ভবন ও সংসদ ভবন বানিয়ে

শাসনের নামে মানব সৃষ্টির শত্রু ইবলিশের অনুসারী বানাচ্ছে। বনু উমাইয়ার মোয়াবিয়া ও ইয়াজিদ, বনু আব্বাসের মনসুর ও হারুন, তুর্কী তোগরল ও তৈমুর, মোঘল বাবর ও হুমায়ুন, আলে সৌদের সৌদ ও ফাহদ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জিন্নাহ ও মুজিবুর রহমান, এরা নির্বিশেষে সবাই সেই আবু সুফিয়ান ও আব্বাসের ধর্মেও অনুসারী রাজা, বাদশা, সুলতান, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। এরা কেউই ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ হানিফদের অনুসারী আল্লাহর রহমতের বাহক ও বাহন নয়। প্রকারান্তরে বরং এরা সে নমরুদ, ফারাও ও আবু জেহেলদের প্রেতাত্মা, যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালামরা মানবজাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

রাজতন্ত্র ও শয়তানি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হারেম ও সুরা ও নারীর নাচ ঘরের রাণী হিন্দা ও মাইসুন, জোবাইদা ও আব্বাসা, নুরজাহান ও মমতাজ এবং খালেদা, হাসিনা ও ফাতেমার জাত ও জাতির নয়। এরা শয়তানী যৌন বিকৃতির প্রতিকৃতি, নর্তকী, দেবী।

আল্লাহর সৃষ্ট আল্লাহর রাজ্যে সৃষ্টির প্রারম্ভেও মত তাঁর খেলাফতের “ইমামত” প্রতিষ্ঠার জন্য অদৃও ভবিষ্যতে অর্থাৎ ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সাঃ এবং তাঁদের মহিয়সী নারী, হাজেরা, আসিয়া, মারইয়াম, খাদিজা ও ফাতেমাদের আদর্শে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইমাম মাহদী ও পুনরুত্থিত ঈসা আঃদের আসন্ন অভ্যুদয়ের আভাস ও তাঁদের সমাজ বিপ্লবের রূপরেখা রূপে এ পত্র লেখা হচ্ছে। তাই, খোদায়ী রিসালাতের রহমতের শাসন ব্যবস্থা থেকে ইবলিসি রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সর্বশেষ, গণতন্ত্রের অভিশপ্ত গ্যবের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবেশের ক্রান্তিলগ্ন ও ক্রান্তিকাল বুঝানোর জন্য এ আল্লাহর হানিফ বান্দা পত্রকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘায়িত করতে বাধ্য হয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃদের কোন হানিফ অনুসারী তাতে বিরক্ত না হয়ে বরং কৃতার্থ হয়ে লিখকের জন্য দোয়া করবে। কারণ, এযাবত পৃথিবীতে চাপা কোন ইতিহাস বা গ্রন্থে মানব বিকাশ ও তার উত্থান পতন, এবং তারপর পুনরুত্থানের রূপরেখার এরূপ বর্ণনা নেই, হবেওনা। একমাত্র ক্বোরআনের শিক্ষার নির্যাস আল্লাহ তাঁর যে হানিফ বিশ্বাসীদের দেন ও দিবেন, তারাই এ লিখা লিখতে পারে এবং এর মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম হয়। এ বুঝ ও বিশ্বাস আল্লাহ যাকে তাকে দেননা। এ তাঁর কাছ থেকে মহা প্রাপ্তি ও বিশেষ দান। শয়তানী তন্ত্রমন্ত্রের “প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের” জীবন ও রাজনীতিকে পদাঘাত করে মসজিদ ও তাবুর জীবনে পা দেয়া মাত্র ধরার মানুষের চোখে বাঁধা শয়তানের পর্দা খুলে যায়। তখনই মানুষ মর্তে বসে স্বর্গ ও নরক সচক্ষে দেখা আরম্ভ করে এবং স্বর্গীয় বা নারকীয় সমাজনীতি ও রাজনীতি সন্নিহিত পরখ করে দেখে।

আল্লাহর এ অধম বান্দা, আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু ইব্রাহীম খলীল আঃ ও তাঁর আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সঃ এর রুহের সাথে একাত্মতার বরকতে এক বিশেষ জীবনের সন্ধান পেয়েছে। সে জীবনের নাম “মিল্লাতে ইব্রাহীম”। এ মিল্লাতে ইব্রাহীমই তিনি তাঁর প্রিয়তম শেষ নবী সঃকে দান করেছিলেন। তারই এক বালক পেয়ে দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের নারকীয় সমাজকে স্বর্গপুরীর রাস্তাে রূপান্তরিত করেছিল।

এ দান যার কাছে আসে তাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়। “ওয়া আম্মা বি নেমাতি রাব্বিকা ফাহাদিস্ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের বিশেষ দান তোমাকে অবশ্যই প্রচার করতে হবে। (আল ক্বোরআন-৯৩/১১)

আল্ ক্বোরআনের মাধ্যমে যাদের সাথে আল্লাহ তা’আলার প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক হয় না, তারা আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের জন্যে প্রচলিত তাগুতী, বা শয়তানী সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিসর্জন দিয়ে হিজরত করে শুধু আল্লাহর জন্য একাকী হলে তাদের অন্তরে আল্লাহ সত্যের নির্দেশাবলীর উদ্বেক ঘটান। তাকেই আরবী ভাষায় এল্কা ও ইল্হাম বলা হয়। কিন্তু এ পথে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে। কারণ, আল্লাহর যিকির থেকে কোন এক মুহূর্ত অন্য মনষ্ক হওয়া মাত্রই খবীস্ শয়তান তাঁর কুমন্ত্রনা সে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়। তখন সত্য অসত্য যাচাই করে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। সাইয়েদুনা হযরত ইব্রাহীম ও খাতামুন্ নাবীয়ীন সঃকেও শয়তান এভাবে বিভ্রান্তি করার একাধিকবার চেষ্টা নিয়েছে। কারণ, তাঁদের নিকট সময়োপযোগী অহী আসতে। কোন নতুন সমস্যা দেখা দিলেই তাঁদের কাছে সমাধানের অহী আসতো। সব সমস্যার সমাধান, অহী তাঁদের নিকট একত্রে অগ্রিম আসেনি। হযরত ইব্রাহীম নবুওত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ ১৪০ বছর বয়স পর্যন্ত অহী পেতে থাকেন। আখেরী নবী সঃ ২৩ বছর পর্যন্ত ওহী পেতে থাকেন। কোন বিষয়ে অহী আসার মধ্যবর্তী সময় তাঁরা মানুষ সুলভ স্বভাবে কোন সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে ভুল করা মাত্র আল্লাহ অহী মারফত তা সংশোধন করে দিতেন।

তাঁদেও পর আমাদেরও কারো কাছে অহী আসবেনা তাই আমরা ভুল করল সর্বনাশ। অতএব, আমাদেরও ভুল করা চলবেনা কোন মতেই। তাহলে আমাদের নির্ভুল সত্যের উপর সর্বদা টিকে থাকার পথ কি?????

আল্লাহ মহান নবুওত ও রিসালাত তাঁর আখেরী নবী স: এর দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ করার পর তাকে সমাপ্ত করেছেন। হযরত আদম আ: থেকে হযরত মুহাম্মদ সা: পর্যন্ত ষোল আনা অহী আল কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা একত্র করেছেন।

ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ষোল আনা নবীদের অনুসরণে ষোল আনা কুরআনকে মানবে, কোরআনের ত্রিশপারা অহী তাদের চালিকা। তারা ক্বোরআনে হাত দেওয়া মাত্রই অহী পায়।

আমি পৃথিবীর সকল কিছু ত্যাগ করে শুধু মাত্র নবী স: গনের আদর্শে আল কোরআনের অনুসারী। তাই আমি স: অহীর দ্বারা ভাবি, অহী অনুযায়ী চলি, অহীর কথা বলি ও লিখি। অহীর পথে চলে যারা ইব্রাহীম ও মুহাম্মদী মে'রাজ পেতে চায়, এবং তাদের জন্য “মুর্দা গোসলের মতো” তৌবা করে নুতন জন্ম নিয়ে বিশ্বে একচ্ছত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা কওে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে চায়, আমি তাদের পথপ্রদর্শক, ও সে মহাবিজয় ও সাফল্যের দিকে আহবানকারী। সে উদ্দেশ্যেই আমি মক্কা মদীনা ত্যাগ করে বাংলার মাটিতে ফেরৎ এসছি।

পৃথিবীর সকল দেশে গোত্রের দ্বন্দ্ব আছে। আরব, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বংশ, গোত্র, বর্ণ ও “ভূমিপুত্র” বৈষম্যের নরক। যে দেশ ও জাতিতে বর্ণবৈষম্য থাকে, সেখানে “রাব্বুল আলামীনের” বিশ্ব নেতৃত্ব আল্লাহ দিবেন না। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন, কোন বিভক্ত জাতি ও গোত্রের তিনি প্রতিপালক নন।

পার্বত্য চটগ্রামের সমস্যার সমাধান খাটি ইসলামে। বাংলাদেশের নেতৃত্ব জয় বাংলা ও সংকীর্ণ বাঙালীত্ব ত্যাগ করা মাত্রই আল্লাহর রহমতে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তা না হলে খালেদা, হাসিনা, পুরন্দাখত ও আয়রমিদাখতের মতো এ জাতির বিলুপ্তি ডেকে আনবে।

শুধু বাংলাদেশই নয়, গোটা পৃথিবীতে কোথাও কোরআনের অহী ভিত্তিক নবীগনের অনুসারী কোন ইসলামী আন্দোলন নেই। কিছু লোক তৌবা করে হানিফ হয়ে ‘জনতার মঞ্চ’ না কওে আল্লাহ ও তার নবী গনের মঞ্চ তৈরী করে ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ হানিফ স: গনের আযান দিলেই বাংলার মঞ্চ থেকে বিশ্বজয়, বিশ্বকল্যান ও বিশ্ব রহমতের সূর্য উদ্ভিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

আমার কাজ সত্য পৌছে দেয়া। আমি তাই পৌছে দিলাম। ইয়া আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকে। তুমি একাই আমার জন্য যথেষ্ট।

“ভিসাহীন বিশ্ব চাইলে সীমাহীন ঈমান চাই”

“ইয়া আল্লাহ আমরা সীমাহীন বিশ্ব চাই”।

সকল পবিত্রতা ও সম্মান আল্লাহর এবং সকল নবীগনের উপর সালাম।

সুবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

তারিখ: ২৭/১১/৯৭

আল্লাহর বান্দা, নবীদের অনুসারী

ইমামুদ্দীন মুহাম্মদ তোয়াহা বিন হাবীব